বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ আখতার হোসেন, সচিব

সম্পাদনা

মোঃ ফাইজুল কবির, যুগ্ম সচিব

তসলিমা আক্তার, যুগ্ম সচিব

মোঃ ফজলে এলাহী, উপ সচিব

মুহাম্মদ সাইদ আলী, উপ সচিব

রওশন আরা পলি, সিনিয়র সহকারী সচিব

অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রোগ্রামার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moysports.gov.bd

যোগাযোগ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ভবন নং-৭, লেভেল নং-৬,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮ ০২-৯৫১৩৩৬৩
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২-৯৫১৪৪০৮
ই-মেইল: ds.admin@moysports.gov.bd
pstosec@moysports.gov.bd

সূচিপত্র

০১. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০১-০৫
ক. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬-৭
খ. সিটিজেন চার্টার	৮-১২
গ. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর অর্জন	১৩-২০
ঘ. যুব কল্যাণ তহবিল	২১
ঙ. সাম্প্রতিক অর্জন	২২-৩০
চ. যুবদিবসের প্রতিপাদ্য	৩১-৩৪
০২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৩৫-৫৪
০৩. ক্রীড়া পরিদপ্তর	৫৫-৬৬
০৪. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৬৭-৯৩
০৫. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)	৯৪-১০৩
০৬. বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	১০৪-১০৮
০৭.শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১০৯-১২৩

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ ফাইজুল কবীর
যুগ্মসচিব

তসলিমা আক্তার
যুগ্মসচিব

মোঃ ফজলে এলাহী
উপসচিব

মুহাম্মদ সাঈদ আলী
উপসচিব

রওশন আরা পলি
সিনিয়র সহকারী সচিব

অমলেন্দু বিশ্বাস
প্রোগ্রামার

সম্পাদকীয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞ। এ প্রকাশনার জন্য যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রতিবেদনে মোট ৭ (সাতটি) অধ্যায়ে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। তা হল অধ্যায় পরিচিতি, দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম, বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব, উন্নয়ন ব্যয়, বছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সচিত্র বিভিন্ন কার্যক্রম। অধ্যায়সমূহে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রতিবেদনটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহী সুধীজনের নিকট সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মোঃ ফাইজুল কবীর

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) **অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে :**

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়া।

মিশন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।

Allocation of Business অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলী

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
- স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ;
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
- নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থমঞ্জুরি ;
- যুব পুরস্কার প্রদান ;
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ;
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ ;
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;
- বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;
- জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান ;
- ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ ;
- বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান ;
- ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
- ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
- ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন ;
- ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহের উন্নয়ন;
- অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
- ক্রীড়াবিদদের কল্যাণ অনুদান প্রদান ;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ;
- বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
- মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন ;
- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান ;
- উপযুক্ত আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে অর্থ আদায়, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নন ট্যাক্স রেভিনিউ বা কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করা।

কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও নীতিমালা

- যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭
- জাতীয় যুবনীতি ২০১৭
- যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬
- যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫
- জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা-২০১০

- জাতীয় ক্রীড়া নীতি
- ন্যাশনাল সার্ভিস নীতি, ২০০৯
- কল্যাণ অনুদান নীতিমালা
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮
- বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- ক্রীড়া পরিদপ্তর
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধি/নির্দেশ অনুযায়ী কাজ নিষ্পন্ন/নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিবের উপর মন্ত্রণালয়/সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

এই মন্ত্রণালয়ে ০৫টি অনুবিভাগ রয়েছে, যথা: (১) প্রশাসন (২) যুব (৩) ক্রীড়া (৪) উন্নয়ন (৫) সমন্বয়। বর্তমানে ০৫ জন অতিরিক্ত সচিব ও ০৫ জন যুগ্মসচিব অনুবিভাগের অধীন শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করছেন। উক্ত ০৫ টি অনুবিভাগের অধীনে রয়েছে ১১টি শাখা। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব / উপপ্রধান (পরিকল্পনা) এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের ২৮জন, ১০ম গ্রেডের ১৯ জন এবং ১১ থেকে ১৬ তম গ্রেডের ২০ জন ও ১৭ থেকে ২০ তম গ্রেডে ২০ জন কর্মচারী রয়েছে।

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিবরণ :

ক্রমিক নং	পদবি	মঞ্জুরকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরতদের সংখ্যা
১	সচিব	১	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১	৫
৩	যুগ্মসচিব	২	৫
৪	উপসচিব	৩	২
৫	উপপ্রধান	১	১
৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	১০
৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪	৩
৮	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
৯	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০
	মোট=	২৩ জন	২৮ জন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট

(হাজার টাকায়)

অর্থবছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
২০০৮-২০০৯	১৪৫৮৯১৮	৩২৫৩০০	১৭৮৪২১৮
২০০৯-২০১০	১৫০৮৪৬০	১২২৭৫৭৪	২৭৩৬০৩৪
২০১০-২০১১	৩৭৩৯৬৬৪	৩০১৩০৮১	৬৭৫২৭৪৫
২০১১-২০১২	৪৯১৪৯৮৪	১২০৫৭০০	৬১২০৬৮৪
২০১২-২০১৩	৫৫১৬৮১৭	২৪০৩৭০০	৭৯২২৫১৭
২০১৩-২০১৪	৫১৬৩৪৩৭	৩১৩৯৮০০	৮৩০৩২৩৭
২০১৪-২০১৫	৫০১৫৮৩২	২৬৫৪৩০০	৭৬৭০১৩২
২০১৫-২০১৬	৫৫৫২৫৬৪	২৫২৬২০০	৮০৭৮৭৬৪
২০১৬-২০১৭	৬৮৯৮৫৯৯	২৬৯০১০০	৯৫৮৮৬৯৯
২০১৭-২০১৮	৯৬৪৬২২৬	২২৫৮৬০০	১১৯০৪৮২৬
২০১৮-২০১৯	১১৯৯৩০১৭	৩১৯৯২০০	১৫১৯২২১৭

অনুন্নয়ন বরাদ্দ

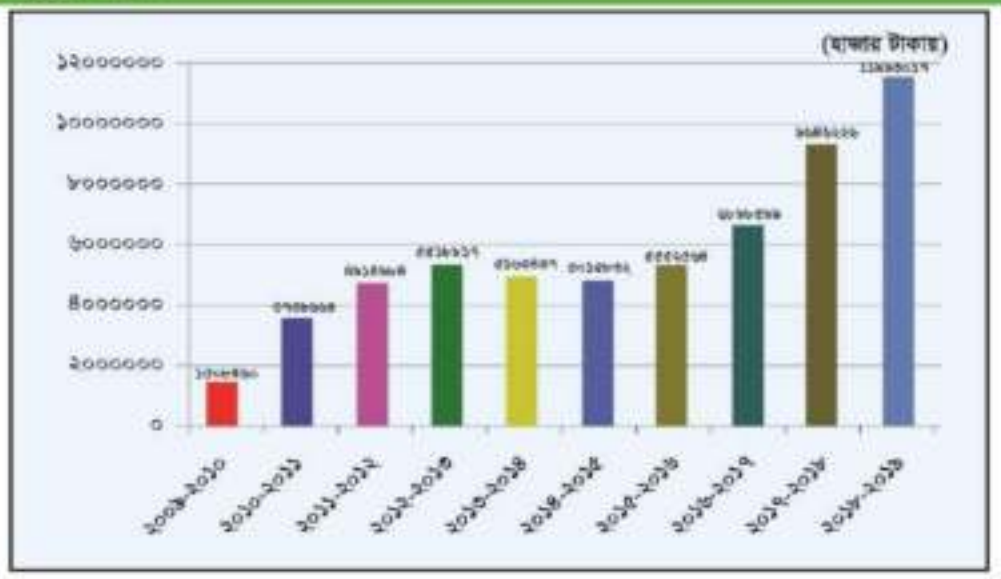

উন্নয়ন বরাদ্দ

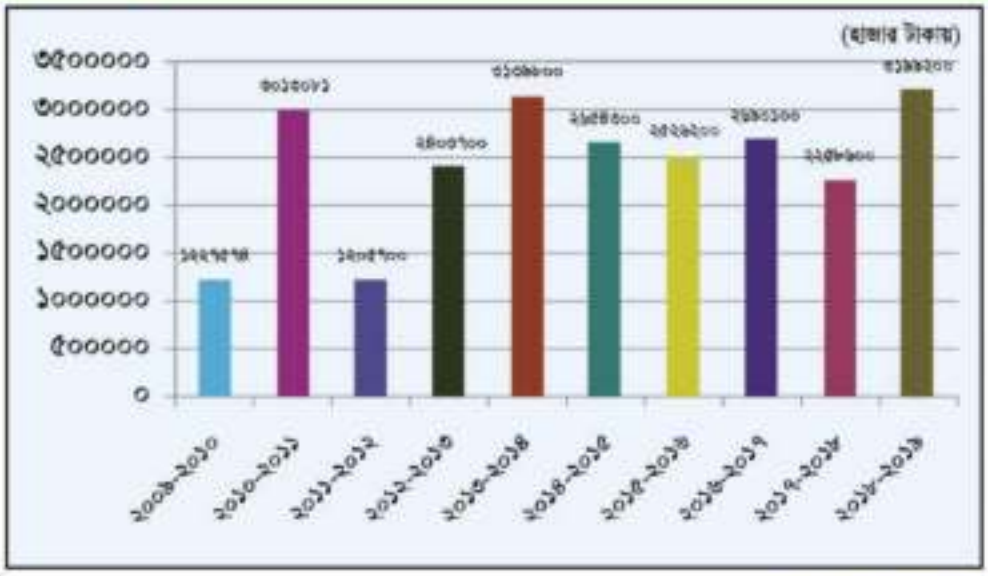

সিটিজেনস চার্টার

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়া।

মিশন: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।

২. প্রতিশ্রুতি সেবাসমূহ

২.১) নাগরিক সেবা

ক্রঃ	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
০১.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) অনুকূলে মঞ্জুরি।	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর হতে তালিকা পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	১. সাদা কাগজে আবেদন ২. আবেদনে মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রীর সুপারিশ।	বিনা মূল্যে।	১৫ কার্যদিবস	জনাব রওশন আরা পলি সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯৯১৪৫৩৫ sas.admin1@moysports.gov.bd
০২.	বিভিন্ন শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ প্রদান।	বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব/ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়। প্রতি অর্থবছরে একবার প্রদান করা হয়।	১) ক্রীড়া ক্লাব/ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদনপত্র ২) ক্রীড়া ক্লাবের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত কপি।			জনাব মো: জাহাঙ্গীর হাওলাদার সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ sas.sports1@moysports.gov.bd
০৩.	দেশের বিদ্যমান আইন মোতাবেক নিবন্ধনকৃত এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান।	জাতীয় দৈনিকে অনুদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নির্ধারিত আবেদন ফরমে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আবেদন গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদন জেলা কমিটি দ্বারা যাচাই করা হয়। যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র। ২। তালিকাভুক্তির প্রমাণপত্র ৩। রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণপত্র ৪। ব্যাংক বিবরণী ৫। গৃহীত কার্যক্রম ৬। প্রস্তাবিত প্রকল্প। প্রাপ্তিস্থান: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও যুব	বিনা মূল্যে।	১২০ কার্যদিবস	জনাব মুহাম্মদ সাজিদ আলী উপ সচিব (যুব) (যুব-অধিশাখা) ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৩২৬৫ মোবাইল: ০১৮১৯৮১০৩০৩ ds.youth@moysports.gov.bd

			উন্নয়ন অধিশাখার ওয়েবসাইট (www.moysports.gov.bd)			

২.২) দাপ্তরিক সেবা

ক্রঃ	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
০১.	দপ্তর/সংস্থায় যোগদানে নিয়োগকৃত বিসিএস কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবেদনপত্র ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। বহিঃবাংলাদেশ ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল।			জনাব রওশন আরা পলি সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯৯১৪৫৩৫ sas.admin1@moysports.gov.bd
০২.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবেদনপত্র ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। বহিঃবাংলাদেশ ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল।	বিনা মূল্যে।	০৩ কার্যদিবস	জনাব নিলক্ষরা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd
০৩.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবেদনপত্র ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। বহিঃবাংলাদেশ ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল।	বিনা মূল্যে।	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৮৫৩১ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ sas.sports1@moysports.gov.bd
০৪.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ২) বহিঃবাংলাদেশ ছুটির ক্ষেত্রে তথ্য সম্বলিত পূরণকৃত নির্ধারিত ছক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব	বিনা মূল্যে।	০২ কার্যদিবস	জনাব নিলক্ষরা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd

০৫.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনা মূল্যে।	০৫ কার্যদিবস	জনাব দিলরুবা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd
০৬.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনা মূল্যে।	০৫ কার্যদিবস	জনাব দিলরুবা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd
০৭.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের শিক্ষা মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনা মূল্যে।	০৫ কার্যদিবস	জনাব দিলরুবা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd
০৮.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন মঞ্জুর।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পেনশন মঞ্জুর করা হয়।	১) পেনশন ফরমসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আবেদন পেনশন ফরম (www.forms.gov.bd) ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।	বিনা মূল্যে।	০৩ কার্যদিবস	জনাব দিলরুবা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd
০৯.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১) দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনা মূল্যে।	১০ কার্যদিবস	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার সহকারী সচিব(ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৮৫৩১ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ sas.sports1@moysports.gov.bd
১০.	ক্রীড়া পরিদপ্তর ও বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১) দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনা মূল্যে।	১০ কার্যদিবস	জনাব মোরশেদা আখতার সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৩১। মোবাইল: ০১৭২৮৭৭৭৫৪৪ sas.sports2@moysports.gov.bd

১১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১) দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনা মূল্যে।	১০ (দশ) কার্যদিবস	জনাব দিলরুবা শারমিন সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭২৫০৯ মোবাইল: ০১৭৩৩৯৯২৩৮৮ sas.youth1@moysports.gov.bd
১২.	বিকেএসপি-এ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১) দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনা মূল্যে।	১০ (দশ) কার্যদিবস	জনাব মোরশেদা আখতার সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৩৫৬১। মোবাইল: ০১৭২৮৭৭৭৫৪৪ sas.sports2@moysports.gov.bd
১৩.	দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১) দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনা মূল্যে।	১০ (দশ) কার্যদিবস	জনাব সোহেল আহমেদ সিনিয়র সহকারী সচিব আইসিটি-শাখা ফোন:+৮৮-০২-৯৫৭৫৫৪১ মোবাইল: ০১৭৬৭০২৬০৭০ pstosec@moysports.gov.bd
১৪.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম/২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রদান	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়ার পর পদোন্নতি ও বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের আদেশ (জনপ্রশাসন, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জি.ও এর কপি, পদস্থায়ীর আদেশ, নিয়মিতকরণের আদেশ ও চার বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসহ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	বিনা মূল্যে।	১৫ কার্যদিবস	জনাব বীথি দেওয়ান সিনিয়র সহকারী সচিব যুব অধিশাখা-০২ ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৩২৬৫ মোবাইল: ০১৭১২২২৫৫৪০ sas.youth2@moysports.gov.bd
১৫.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি/উচ্চতর স্কেল প্রদান	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি /উচ্চতর স্কেলের জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১) কর্মকর্তা/ কর্মচারীর আবেদন ২) পদোন্নতি/ উচ্চতর স্কেলপ্রাপ্তির স্বপক্ষে কাগজপত্র।	বিনা মূল্যে।	৩০ কার্যদিবস	জনাব মো: আলী হায়দার সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) শাখা ফোন:+৮৮-০২-৯৫৭৮১২২ মোবাইল: ০১৯৩৬৩০২১৩৫ sas.admin2@moysports.gov.bd

১৬.	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা	সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	ক) সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা ২০১৮ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন। ছক সম্বলিত ফরম http://www.forms.gov.bd www.mopa.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।	বিনা মূল্যে।	৭ (সাত) কার্যদিবস	জনাব মো: আলী হায়দার সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) শাখা ফোনঃ+৮৮-০২-৯৫৭৮১২২ মোবাইলঃ ০১৯৩৬৩০২১৩৫ sas.admin2@moysports.gov.bd
১৭.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন	দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর উপস্থাপন	নির্দেশনা বিধি অনুযায়ী	বিনা মূল্যে।	৭ (সাত) কার্যদিবস	জনাব সুব্রত শিকদার উপপ্রধান (পরিকল্পনা-১,২,৩,৪) অধিশাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৮৮৫৩২ মোবাইলঃ ০১৭১১১৫৬২৩৬ deputychief@moysports.gov.bd

২.৪) আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবাঃ

২.৪.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (www.dyd.gov.bd)

২.৪.২ ক্রীড়া পরিদপ্তর (www.ds.gov.bd)

২.৪.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (www.nsc.gov.bd)

২.৪.৪ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (www.bksp.gov.bd)

২.৪.৫ বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (www.bkkf.org.bd)

২.৪.৬ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (www.shniyd.gov.bd)

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অর্জনঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
[১] দক্ষ ও উৎপাদনক্ষম সচেতন যুব সমাজ গঠন	৩৮	[১.১] ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অধীনে শিক্ষিত বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.১.১] প্রশিক্ষিত ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুব	সংখ্যা (জন)	৮	৫৫০০০	৫৫২৩৬
		[১.২] যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা	[১.২.১] প্রশিক্ষিত যুব	সংখ্যা (জন)	৭	৩১০০০০	৩১২০০৩
		[১.৩] সফল যুব সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান	[১.৩.১] অনুদানপ্রাপ্ত যুবসংগঠন	সংখ্যা (জন)	৭	৪৫০	৬৭৩
		[১.৪] প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	[১.৪.১] উপকারভোগী	সংখ্যা (জন)	৪	৩৬৮০০	৪৩৪৩১
		[১.৫] আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	[১.৫.১] আত্মকর্মী	সংখ্যা (জন)	৪	৪০০০০	৫৯৩৯৫
		[১.৬] জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	[১.৬.১] পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব/যুবসংগঠক	সংখ্যা (জন)	৩	২৭	২৭
		[১.৭] যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি	[১.৭.১] পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৬০	৬০
			[১.৭.২] পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৮০	৬০
		[১.৮] জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান	[১.৮.১] আয়োজিত অনুষ্ঠান	সংখ্যা	১	১১৮৫	১১৮৫
		[১.৯] প্রচার- প্রচারণা	[১.৯.১] প্রকাশনা	সংখ্যা	১	১১	১২
		[১.১০] প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য চাকরি মেলা আয়োজন	[১.১০.১] আয়োজিত মেলা	সংখ্যা	১	১	-
[২] ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও বিকাশ	৩৭	[২.১] ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] প্রশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ	সংখ্যা (জন)	৮	১৮০০০	১৮২৫২
		[২.২] তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	[২.২.১] প্রতিভাবান খেলোয়াড়	সংখ্যা (জন)	৭	৩৭৫০	৩৭৫০
		[২.৩] শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	[২.৩.১] বিপিএড ডিগ্রী	সংখ্যা (জন)	২	৫৯০	৪২৩

		[২.৪] ক্রীড়ায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	[২.৪.১] বিস্পোর্টস ডিগ্রী	সংখ্যা (জন)	২	৩০	২২
		[২.৫] ক্রীড়া ক্লাব/ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান	[২.৫.১] অনুদানপ্রাপ্ত ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	৭৫০	৫২৭
		[২.৬] দুস্থ ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনুদান	[২.৬.১] অনুদানপ্রাপ্ত দুস্থ ক্রীড়াবিদ	সংখ্যা (জন)	২	১১৪০	১০৫০
		[২.৭] ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	[২.৭.১] প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	৬২৩০	৬২২৯
		[২.৮] ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত স্থাপনা	সংখ্যা	২	৯০	৯০
		[২.৯] ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম তদারকি	[২.৯.১] পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৬০	৬০
			[২.৯.২] পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৮০	৬০
		[২.১০] বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	[২.১০.১] প্রতিভাবান খেলোয়াড়	সংখ্যা (জন)	২	৬৮০	৬৭২
		[২.১১] ক্রীড়া স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার	[২.১১.১] মেরামত/ সংস্কারকৃত স্থাপনা	সংখ্যা	১	৩০	২৫
		[২.১২] আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	[২.১২.১]অংশগ্রহণকৃত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	১	৯৫	৭৭
		[২.১৩] ক্রীড়া বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রদান	[২.১৩.১] ক্রীড়ায় ডিপ্লোমা	সংখ্যা (জন)	১	৩০	৫০
		[২.১৪] কোচেস সার্টিফিকেট কোর্স	[২.১৪.১] কোর্সে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা (জন)	১	১৫৫	১৩৩
		[২.১৫] জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান	[২.১৫.১] পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা (জন)	১	১০	-
		[২.১৬] আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন	[২.১৬.১]আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	১	৫৫	৫৫

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
কার্যপদ্ধতি কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[এম.১.১] মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৮০
			[এম.১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৭৫
			[এম.১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১	৪০	৭৫
		[এম.১.২] মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[এম.১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১৫-০১-২০১৯	১৫-০১-২০১৯
		[এম.১.৩] মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১-০৩-২০১৯	১৮-০২-২০১৯
		[এম.১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[এম.১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১০-০১-২০১৯	১০-০১-২০১৯
			[এম.১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫	১০০	১০০
		[এম.১.৫] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৮০
			[এম.১.৫.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০১৮	৩১-১২-২০১৮

		[এম.১.৬] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.১.৬.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৯০	৯০
			[এম.১.৬.২] অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	%	০.৫	৯০	৯০
		[এম.১.৭] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[এম.১.৭.১] পিআরএল আদেশ জারীকৃত	তারিখ	০.৫	১০০	১০০
			[এম.১.৭.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত	তারিখ	০.৫	১০০	১০০
কার্যপদ্ধতি কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[এম.২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.২.১.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	-
			[এম.২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	-
		[এম.২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-০২-২০১৯	০৩-০২-২০১৯
			[এম.২.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-০২-২০১৯	০৩-০২-২০১৯
		[এম.২.৩] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[এম.২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত	সংখ্যা	০.৫	১	১
			[এম.২.৩.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৪

		[এম.২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[এম.২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫
		[এম.২.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.২.৫.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	১০০
		[এম.২.৬] অব্যবহৃত/ অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[এম.২.৬.১] নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৮০	৮০
		[এম.২.৭] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	[এম.২.৭.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	১০০
		[এম.২.৮] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[এম.২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১	৮০	৮০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৪	[এম.৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন।	[এম.৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৪
		[এম.৩.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[এম.৩.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	১	১০০	১০০
			[এম.৩.২.১] মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবা ৩৩৩ সহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	১	১০০	৯০
		[এম.৩.৩] মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[এম.৩.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[এম.৪.১] অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[এম.৪.১.১] স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	তারিখ	০.৫	১৪-০৬-২০১৮	১৪-০৬-২০১৮

		[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	[এম.৪.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৯-০৮-২০১৮	১৬-০৮-২০১৮
		[এম.৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদান	[এম.৪.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	৩১-০১-২০১৯	৩১-০১-২০১৯
		[এম.৪.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৪.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জন ঘণ্টা	১	৬০	৬০

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি ও সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চুক্তি সম্পাদন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ (অতিরিক্ত সচিব) ও সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চুক্তি সম্পাদন করেন ক্রীড়া পরিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) ও সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চুক্তি সম্পাদন করেন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (অতিরিক্ত সচিব) ও সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন

যুবকল্যাণ তহবিল

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সফল যুব সংগঠন সমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় যুবকল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদে গত ১৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. তারিখে যুবকল্যাণ তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ রহিত করে যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৩ নং আইন) পাশ হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটে ২৬ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

যুবদের পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহার:

যুবকল্যাণ তহবিলের বর্তমান সিডমানি ১৫ (পনের) কোটি টাকা। সিডমানির এ অর্থ সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী মেয়াদী আমানত হিসাবে জমা রাখা আছে। বছরওয়ারি প্রাপ্ত মুনাফা এবং নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী যুব সংগঠন সমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি :

যুবকল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বোর্ড রয়েছে। এ ছাড়া অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি রয়েছে। উল্লেখ্য, যুবকল্যাণ তহবিলের সকল ব্যাংক হিসাবসমূহ উপসচিব (যুব) ও সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১) এর যুগ্ম স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

এ যাবতকালের কার্যক্রম :

অদ্যাবধি ১১ হাজার ০৬ শত ৩৮টি যুব সংগঠনকে মোট ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করা হয় :

যুব সংগঠন কর্তৃক গৃহীত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প যেমন-মৎস্য চাষ, ব্লক-বাটিক, কুটির শিল্প, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিং, সেলাই, পোল্ট্রি, সেলাই মেশিন, স্যানিটেশন, বনায়ন ও নার্সারী, ডেইরি, মাশরুম চাষ, সবজি চাষ, ফুল চাষ, মৌ চাষ ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রকল্পের বিপরীতে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম :

যুবকল্যাণ তহবিলের অনুদানের কার্যক্রম ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে ই-সার্ভিস ভুক্ত করা হয়। যুবকল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩৬৮টি অনলাইন আবেদনের মধ্যে ৫৯৯টি নির্বাচিত যুব সংগঠনকে মোট ১,২৩,০০,০০০/- (এক কোটি তেইশ লক্ষ) টাকার অনুদানের চেক জাতীয় যুবদিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক অর্জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চ্যাম্পিয়ন ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়াং পিপল এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন

বঙ্গবন্ধু ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস চ্যাম্পস এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস চ্যাম্পস এর সমাপনী অনুষ্ঠানের খেলা উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

জাপান অলিম্পিক অ্যাকাডেমি ২০২০-এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করায়
আর্চার রোমান সানাকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউজে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন ও ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি

কলকাতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার অনুষ্ঠিত গোলাপী বলের টেস্ট ক্রিকেটে উদ্বোধনী খেলায় উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কলকাতার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকায় গণভবনে 'শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব টেনিস টুর্নামেন্ট-২০১৯' এ অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত এবং খেলোয়াড়গণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলারদের ফুটবল হস্তান্তর করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এস এ গেমসে পদক বিজয়ীদের বরণ করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি ও সচিব জনাব মো: আখতার হোসেন

ব্রাজিলের মাননীয় রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি
এর সাথে ব্রাজিলের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশী ৩ (তিন) কিশোর

অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

ও আই সি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ প্রোগ্রামের প্রটোকল অব কমিটমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এর সাথে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

ওআইসি ইয়ুথ ফোরাম সহযোগীদের নিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

অনূর্ধ্ব-১৬ টুর্নামেন্ট ২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন দল

মুন্সিগঞ্জে যুবদের প্রশিক্ষণ খামার পরিদর্শনে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

জাতীয় যুবদিবস ২০১৯

যুবদিবসের প্রতিপাদ্য

জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ
Rising Youth, Bangabandhu's Bangladesh

জাতীয় যুব পুরস্কার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে সম্মানিত করছেন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

জাতীয় যুব পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় যুব পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্ত সকলের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় যুব দিবস ২০১৯, উপলক্ষে যুব মেলা, উদ্বোধন করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

যুবমেলা উপলক্ষে যুবদের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। যুবদের মেধা, সৃজনশীলতা ও প্রতিভা একটি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে করে পরিশীলিত। যুবদের উদ্যম, সৃষ্টিশীলতা ও আধুনিক চিন্তা-চেতনাকে সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো সম্ভব হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন দ্রুততম সময়ে নিশ্চিত করা যাবে। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে যার সুফল ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৯৩ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ০৩ লক্ষ ১২ হাজার ০৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৬০ হাজার ১২৮ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ০৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৬ জন উপকারভোগীকে ১৮৬২ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-২০১৯ সালে ২৬ হাজার ৭৭২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৪২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.৪৬%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র : (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		বরাদ্দ অবমুক্তি		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার	
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৭-২০১৮	২৭১৭৮.৩১	৭০৪১.০০	২৭১৭৮.৩১	৬৩৫৬.৯৭	২৪৩৬৫.৪১	৬২৩৪.১৭	৯১.৮৭%	৯৮.০৭% (অবমুক্তির)
২০১৮-২০১৯	২৯৮৪৭.৩২	৬৮৮৭.০০	২৯৮৪৭.৩২	৬১০০.৩৪	২৭৪৩৭.১২	৬০২৮.৮৪	৯১.৯২%	৯৮.৮৩% (অবমুক্তির)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব বাজেট ২০১৮-২০১৯

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ২৯৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এর মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ২৯৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা (৯১.৯২%)।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ২০১৮-২০১৯

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ৬১ কোটি ৩৪ হাজার টাকা এবং জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬০ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা (৯৮.৮৩%)।

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণী

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্বে ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায়, ষষ্ঠ পর্বে ১৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় এবং সপ্তম পর্বে ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্বের প্রশিক্ষণ ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানে সংযুক্তির কাজ বাস্তবায়ন চলছে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন, তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২ জন এবং চতুর্থ পর্বে ২৬৩৭৬ জন, পঞ্চম পর্বে ৩৭২৬৮ জন, ষষ্ঠ পর্বে ৪৮৪৬৭ জন এবং সপ্তম পর্বে ২৭৯৬৮ জনসহ মোট ২২৭৭৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন, ২৬৩৭৫ জন, ৩৭২৬৮ জন, ৪৮৪৬৭ জন এবং ২৭৯৬৮ জনসহ মোট ২২৫৪০২ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১২১১৮ জনের কর্মসংস্থান এবং ৫০৩৯৯ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৭০২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ২৫৩১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে মোট ৬৬৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৬৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

বেকারমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি শীর্ষক কর্মশালা

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় অস্থায়ী কর্মে নিয়োজিতকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানরত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মী

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট প্রশিক্ষণ	২৩৪৯৮৮ জন	২২৭৭৩৭ জন
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২২৭৭৩৭ জন	২২৫৪০২ জন
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দ	২৭০২৯১.০০লক্ষ টাকা	২৭০২৯১.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট ব্যয়	২৭০২৯১.০০ লক্ষ টাকা	২৫৩১৩৩.০০ লক্ষ টাকা

০২। পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি

গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় স্থায়ীভাবে **"পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি"** নামে একটি কর্মসূচি দেশের ৩১০টি নির্ধারিত উপজেলায় চালু রয়েছে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় যথাক্রমে ১২০০০/-, ১৬০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। ঋণ আদায়ের হার ৯৭.০২%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধন	১৫৯৪৭.৯ লক্ষ টাকা	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ প্রবৃদ্ধি	৭৯৭৩.০৯ লক্ষ টাকা	৭৯৭৩.০৯ লক্ষ টাকা
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিল	১২৯৩১.০২ লক্ষ টাকা	১২৯৩১.০২ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	১৯৩৯.০০ লক্ষ টাকা	৩৩৬৮.২৬ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৬,১৬০ জন	১২,২৪৯ জন
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৭৭১২৬.৪৮ লক্ষ টাকা	৬৯৬৫৮.০২ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী	৬,৬৮,০৬১ জন	৫,৯১,৫৫০ জন

০৩। একক ঋণ কর্মসূচি

যুবদের প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তাদান এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৭টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবক/যুবমহিলাকে প্রথম দফায় ৬০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রথম দফায় ৪০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৫০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর যুব পুরুষের ক্ষেত্রে ১০%, যুব নারীর ক্ষেত্রে ৯% এবং অটিস্টিক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবদের ক্ষেত্রে ৮% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৪.৪৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
কর্মসূচির আওতায় মোট যুবঋণ মূলধন	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ প্রবৃদ্ধি	১২৭৬৮.৬৩ লক্ষ টাকা	১২৭৬৮.৬৩ লক্ষ টাকা
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিল	২৪৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা	২৪৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	১২০৯২৭.৭২ লক্ষ টাকা	১১৬৬২৯.২১ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট উপকারভোগী	৫,৭৮,১৫৪ জন	৩,৪৭,৫১৬ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	৯৫৬১.০০ লক্ষ টাকা	১০৯২৬.০৭ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগী	২১,৮৪০ জন	১৪,৫২৩ জন

০৪। প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান

প্রশিক্ষণলব্ধজ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উৎসাহিত করা হয়। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০.০০ টাকা হতে ৫০,০০০.০০ টাকা। তবে কোন কোন সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
আত্মকর্মসংস্থানের ক্রমপুঞ্জিত	২৫,৫০,২২১ জন	২১,৯২,০৪০ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থান	৭০,০০০ জন	৬০,১২৮ জন

০৫। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

এটি মূলত: একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে **"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র"** ১৯৯৮ সালে

"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ করার জন্য ২৫-০২-২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে **"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিল-২০১৮"** পাশ হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	২২,৭৮১ জন	২২,৯৮৬ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৯৪৫ জন	১৯৯০ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সেমিনার	০২টি	০২টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যুব সমাবেশ	০১টি	০১টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যুব বিনিময় কর্মসূচি	০১টি	০১টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গবেষণা	০১টি	০১টি

০৫। একুশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মূল উদ্দেশ্য। কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষি বিষয়ক ১২টি ট্রেডে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯,৭২০ জন	৯,৯৮৮ জন

০৬। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১,২৩০ জন	১,২৬৫ জন

০৭। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৪৫০ জন	৪২০ জন

বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

০১। সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হার্ডসওয়্যারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১ম পর্বে মার্চ/ ৯৩ থেকে জুন/ ৯৮ পর্যন্ত ৫১২৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জুলাই/ ৯৮ হতে জুন/ ২০০৬ সাল মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যাধিক বিবেচিত হওয়ায় ২য় পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্বের ৫টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ এবং কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,৭৬,১২০ জন	১,৭৮,৪১৪ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১২,৬৪০ জন	১২,৬৭২ জন

০২। সমাপ্ত ২৬টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

সমাপ্ত এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ ও জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। রাজস্ব খাতে পরিচালিত ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ২৬টি জেলায় আরো ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

৩। সমাপ্ত আঠারোটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে -৮টি কেন্দ্র) (১ম সংশোধিত)

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। সাতচল্লিশটি জেলার আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাসমূহে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৮টি জেলায় ৮টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ কেন্দ্রসমূহে ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৫২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা	৪৮৩০.৪৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	২৭,৪৯৫ জন	১৯,০৯২ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১,৫৫১ জন	১,৫৪০ জন

০৪। সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে ।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১৩,১৩০ জন	৭,৪৬৩ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	৫০৫ জন

০৫। সমাপ্ত অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেক্ট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউসওয়্যারিং ট্রেড (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেড এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে যথাক্রমে দেশের অবশিষ্ট ৪১ ও ৫৫ টি জেলায় বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,০৮,৭২০ জন	৮৭,০৮৭ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯,০৬০ জন	৫,৯২৩ জন

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু-হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, রাজবাড়ী, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর ও জয়পুরহাট আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপ-পরিচালকের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে। গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৮৫% সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৯)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা	১৮৯৫২.৭৬ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৮০০.০০ লক্ষ টাকা	২০৩০.২১ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	২০৩০.২১ লক্ষ টাকা	২০৩০.২১ লক্ষ টাকা
ভূমি উন্নয়ন কাজ	৫৫৪৩৭ ঘঃ মিঃ	৪৯৩৫০ ঘঃ মিঃ
অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	২৭১০ বঃ মিঃ	২২০০ বঃ মিঃ
বাসভবন নির্মাণ কাজ	১৯৫০ বঃ মিঃ	১৫০০ বঃ মিঃ
ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	১৪১৩৮ বঃ মিঃ	১১১৯০ বঃ মিঃ

০২। ইন্টিগেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্ব

গবাদিপশু ও মুরগী পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ০১-১২-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩১-০৭-২০১৮ তারিখে ৭৪৭৫.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করা

হয়েছে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮)	৭৪৭৫.৩৮ লক্ষ টাকা	৭৩৭১.৯১ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা	১৪১৪.৯১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন	৩১০০০ টি	৩১০০০ টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন	১০০৬২ টি	১০০৬২ টি

০৪। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোনো বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থেকে বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। বর্তমানে বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা	১৭৫২.৮৩ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩০০.০০ লক্ষ টাকা	৩০০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	৩০০.০০ লক্ষ টাকা	২৭৯.২৩ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৯৫০ জন	১৯৪৭ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সেমিনার	০২টি	০২টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যুব সমাবেশ	০১টি	০১টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যুব বিনিময় কর্মসূচি	০১টি	০১টি

০৫। ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ০৯-১০-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের

দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২২-১০-২০১৮ তারিখে ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদন করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। বর্তমানে বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬- ২০২০)	৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা	২৭৬৫.৭০ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা	১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা	১৩১৭.৬৮ লক্ষ টাকা

০৬। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্বের ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৭-১২-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। যুবদের দুধালু গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি, ছাগল ও ভেড়া পালন এবং নার্সারি বিষয়ে ৭ থেকে ১৫ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে যুবদের গ্রুপে সংগঠিত করে প্রত্যেককে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ৩০০০০.০০ টাকা করে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা	৮২১.৬৪ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা	৬৫১.১৮ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯৪০০ জন	৯৪০০ জন

ডি, এ প্রকল্প

০৭। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ প্রকল্প বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুব মহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য গ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, গ্রাম্যমাণ ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত গ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে বেকার যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট

বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭টি সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে মোট প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০)	২০০০.০০ লক্ষ টাকা	১৫৫৭.৮২ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৬৮.০০ লক্ষ টাকা	২৬৮.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	২৬৮.০০ লক্ষ টাকা	২৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	১৫৮৪০ জন	১০৮৭৩ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৩৩৬০ জন	৩৬৬৫ জন

০৮। সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন ন্যাশনাল ইয়ুথ পলিসি এন্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের বিশেষ করে যুবমহিলাদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং যুব মহিলাদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডারস ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা। ০১-১০-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২০)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা	৮৫.৭৪ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮৬.০০ লক্ষ টাকা	৬৯.১৩ লক্ষ টাকা
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	৬৯.১৩ লক্ষ টাকা	৬৮.৮০ লক্ষ টাকা

প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প

০১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (৭টি কেন্দ্র)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৫৩টি জেলায় ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টি কেন্দ্রে বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। এছাড়া ১টি কেন্দ্রে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহুতল

একাডেমিক কাম অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের সকল আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। যানবাহন চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দক্ষ গাড়ীচালক ও যানবাহন মেরামত মেকানিক্স তৈরি করে দেশে-বিদেশে দক্ষ গাড়ী চালকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা গাড়ী চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার বেকার যুবদের ৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

০৩। উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী ২০২৩ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক অবস্থায় ১৪০টি উপজেলায় এ প্রকল্পের আওতায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। পর্যায়ক্রমে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

০৪। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব) প্রকল্প

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য অব্যাহত রাখার নিমিত্ত দেশের ৫৭টি জেলার ৪৫২টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের ২য় পর্ব প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্প

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার ৪৯২টি গ্রামকে বেকারমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খুলনা জেলার রূপসা ও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন ইনোভেশন ধারণাটি সফলভাবে বাস্তবায়নের সুবিধা সারা দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইম্প্যাক্ট) ৩য় পর্ব প্রকল্প

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৬৪০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ৩য় পর্ব প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। যুব তথ্য বাস্তবায়ন প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য দেশের সকল যুবদের নিয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যুব তথ্য বাতায়নে (ইয়ুথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এ দেশে যুবদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে।

০৮। নিবন্ধিত/ স্বীকৃতিপত্র প্রাপ্ত যুব সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

যুব সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি উপজেলা হতে ২টি করে মোট ৯৯২টি নিবন্ধিত/

স্বীকৃতিপত্র প্রাপ্ত যুব সংগঠনকে এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রতিটি যুব সংগঠন হতে ৩০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

০৯। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে।

১০। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় যুব ভবন পাকিস্তান আমলে নির্মিত একটি ৬ তলা ভবন। এ ভবনে মহাপরিচালক, পাঁচজন পরিচালক ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, ৪টি সমাপ্ত প্রকল্প এবং ৫টি চলমান প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করেন। প্রায় ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বসার জায়গাসহ সভার জন্য যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন যুব ভবনে তা না থাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান যুব ভবনের জায়গায় ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণের জন্য এই প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮১৯৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৮,৮০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

১২। ০৫ টি অঞ্চলে যুবদের জন্য ইয়ুথ হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি পোশাক শিল্প বিপ্লব সাধন করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত জনবলের ৮০ শতাংশই নারী। এ শিল্পে কর্মরত লক্ষ লক্ষ নারীদের কারখানার কাছাকাছি আবাসনের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় নারীদের কর্মস্থলে আসা যাওয়া খুবই কষ্টকর। যুব নারীদের এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ৫টি জেলায় ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট ৫টি ইয়ুথ হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১৩। হোটেল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

দেশে ক্রমবিকাশমান পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুব দিবস

দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে জাতীয় যুব

পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৭ জন সফল যুবক, যুবমহিলা ও যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৪১৮ জন সফল যুবক, যুবমহিলা ও যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(খ) আন্তর্জাতিক যুবদিবস

জাতিসংঘ এর সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ আগষ্ট বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদান

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তির কাজ জুন ২০১৭ পর্যন্ত চলমান ছিল। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৮,৩৫২ টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৩টি যুব সংগঠনকে ১৩ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠন নিবন্ধন

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন করার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধনের কাজ জুলাই ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৬৩১টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।

যুব ভবনে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের
৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া পরিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিভাগ হতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ১৯৭৬ সালে ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টির পর থেকে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রম শুরু হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিকস, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া এবং গ্রামীণ খেলা) প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের এ সকল কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হয়।

রূপকল্প : দেশের সকল শিশু, কিশোর ও তরুণ ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত হবে।

অভিলক্ষ্য : তৃণমূল পর্যায়ে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়ার মানোন্নয়নের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলির উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।

জনবল : ক্রীড়া পরিদপ্তরের জনবল ৪৩৭ জন। প্রধান কার্যালয়ে ২২জন কর্মকর্তা/কর্মচারী। এর মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ১৮জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসে প্রতিটিতে ১জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ও ২জন কর্মচারীসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মোট ২২৭জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল ও কলেজের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধন, ক্রীড়া আন্দোলনকে জোরদার ও ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, সাঁতার, কাবাডি, দাবা, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিকস ও গ্রামীণ খেলা) প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে ক্রীড়া কার্যক্রমের পারস্পারিক সংযোগ রক্ষা, সমন্বয় সাধন এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর এর আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ স্ব-স্ব জেলা ক্রীড়া সংস্থার ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।

❑ ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) এর আয়োজন :

ক) দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৫ বছরের ছেলেদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় নিরূপণ।

খ) জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভাগীয় দল গঠন।

গ) ৮টি বিভাগীয় দল নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন।

ঘ) জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান।

❑ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)"-২০১৮ আয়োজন

ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৮" আয়োজন।

❑ ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন : ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিভাবান (মেয়ে) খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতাবৃদ্ধি ও ফুটবলের মানোন্নয়নের জন্য বিচ ফুটবল টুর্নামেন্টর আয়োজন। দেশে সরকারিভাবে একমাত্র ক্রীড়া পরিদপ্তরই বিচ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। যা প্রতি বছর কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবনী পয়েন্টে হয়।

❑ **প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন :** ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

❑ গ্রামীণ খেলার আয়োজন : ক) তৃণমূল পর্যায়ে ছেলেমেয়েদেরকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা এবং গ্রামীণ খেলার মাধ্যমে নির্মল আনন্দ উপভোগ করার লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলার আয়োজন।

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রামীণ খেলার আয়োজন।

❑ প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড় অন্বেষণপূর্বক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়দের আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা।

❑ তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান অ্যাথলেট অন্বেষণপূর্বক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান : ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের তত্ত্বধানে জেলার প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের নিয়ে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

গ) জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান

করে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা।

❑ তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান সাঁতারু অন্বেষণপূর্বক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান : ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে শিশুদের সাঁতার শেখানো ও সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলার প্রতিভাবান সাঁতারুদের নিয়ে জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

গ) জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান সাঁতারুদেরকে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা।

❑ **বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান :** ক) মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণের নিমিত্তে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে সংসদীয় আসন ভিত্তিক ক্রীড়া সরঞ্জাম বরাদ্দ প্রদান।

খ) শিশু, কিশোর ও তরুণদের খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি ও খেলার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অনুকূলে ক্রীড়া পরিদপ্তর ও জেলা ক্রীড়া অফিস থেকে বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান।

❑ **আর্থিক অনুদান প্রদান :** দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংগঠন/ক্লাব এর খেলার মাঠ উন্নয়ন, ক্রীড়ার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের অনুকূলে ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে আর্থিক অনুদান প্রদান।

❑ **আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদদের ভাতা প্রদান:** আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন ভাতা প্রদান কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের দায়িত্ব পালন।

❑ ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা।

❑ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন ক্রীড়া পরিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বাজেট :

(হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিমাণ
২০১৭-২০১৮	২৩,৭৭,৯৩
২০১৮-২০১৯	২২,৭৩,০০
২০১৯-২০২০	২৮,৮২,০০

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের বাজেট:

(হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিমান
২০১৭-২০১৮	৯,১৫,১০
২০১৮-২০১৯	৯,৭১,৪৫
২০১৯-২০২০	১১,০০,০০

ক্রীড়া সরঞ্জাম খাতে বরাদ্দ :

(হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিমান
২০১৭-২০১৮	৭,০০,০০
২০১৮-২০১৯	৬,৬১,৩৪
২০১৯-২০১৯	১০,০০,০০

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম :

ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত ক্রীড়া কার্যক্রম বার্ষিক ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খেলাধুলার চর্চা এবং ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিকস এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কার্যকরী ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা পালন, ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলী উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০১৮-২০১৯ এর মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবলে ১২৮টি, ক্রিকেটে ৬৪টি, হকিতে ২৩টি, ভলিবলে ৪৭টি, হ্যান্ডবলে ৩৯টি, দাবাতে ১৩টি, কাবাডিতে ১৮টি, সাঁতারে ৬৪টি, ব্যাডমিন্টনে ৩৭টি, অ্যাথলেটিকসে ৬৪টি, জিমন্যাস্টিকসে ০২টি, রাগবিতে ১০টি, টেবিল টেনিসে ০৩টি, গ্রামীণ ক্রীড়ার ৬৪টি কার্যক্রম ও ৬৪ জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ক্রীড়া কর্মসূচির পরিসংখ্যান।

বিষয়	ক্রীড়া কার্যক্রমের সংখ্যা
ফুটবল	১২৮
ক্রিকেট	৬৪
ভলিবল	৪৯
হকি	২৩
হ্যান্ডবল	৩৯
দাবা	১৩
কাবাডি	১৮
সাঁতার	৬৪
ব্যাডমিন্টন	৩৭
অ্যাথলেটিকস	৬৪
জিমন্যাস্টিকস	০২
রাগবি	১০
টেবিল টেনিস	০৩
গ্রামীণ ক্রীড়ার আয়োজন	৬৪
অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়ার আয়োজন	৬৪
মোট=	৬৪২

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল এর পরিসংখ্যান :

অর্থবছর	জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণ প্রদান।
২০১৫-২০১৬	২৫৮০ জন	১৮৯ জন	১১২জন	৩৫ জন	৩৫ জন
২০১৬-২০১৭	২৮৮০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন
২০১৭-২০১৮	৩০১০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৮ জন
২০১৮-২০১৯	৩০১৫ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন

ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে কক্সবাজারে বীচ ফুটবলের আয়োজন।

অর্থবছর	ছেলে	মেয়ে
২০১৭-২০১৮	৪৮জন	৪৮জন
২০১৮-২০১৯	৪৮জন	৪৮জন

গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা :

অর্থবছর	খেলোয়াড়ের সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৬-২০১৭	৫৫জন	২৩জন
২০১৭-২০১৮	৬০জন	৩২জন
২০১৮-২০১৯	৬০জন	৩৫জন

মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ : ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ৫৫ জন প্রতিভাবান মহিলা হকি খেলোয়াড়দেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরেও দ্বিতীয়বার মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর উক্ত ৬০ জন হকি খেলোয়াড়কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফসল হিসেবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এই প্রথমবারের মতো এইচ এফ কাপ জুনিয়র ওমেন্স হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে।

মহিলা হকির উন্নত আবাসিক প্রশিক্ষণঃ

অর্থবছর	জেলার সংখ্যা	খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৫-২০১৬	৬৪	১৫৪০০
২০১৬-২০১৭	৬৪	১৬০০০
২০১৭-২০১৮	৬৪	১৬৯০০
২০১৮-২০১৯	৬৪	১৭৩০০

অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া : ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রিকেট কার্নিভ্যাল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ক্রীড়া পরিদপ্তর। এছাড়া যশোর ও বরিশাল জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য ওয়ার্কশপ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও বৌচি খেলার আয়োজন এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

ফুটবল : ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলাপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) এর আয়োজন :

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৫ বছরের ছেলেদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় নিরূপণ করে জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিভাগীয় দল গঠন করা হয়। এরপর ৮টি বিভাগীয় দল নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সাফল্য :

ক্রমিক	পর্যায়	সংখ্যা
১	জাতীয় দল (বয়স ভিত্তিক ও সিনিয়র)	০৬জন
২	বাংলাদেশ প্রিমিয়ারলীগ	০৩জন
৩	বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ	১২জন
৪	প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগ লীগ	২০জন
৫	পাইওনিয়র লীগ	৬০ জন
৬	বাকি সকল খেলোয়াড় জেলা লীগে অংশগ্রহণ করেছে।	

২০১৮-২০১৯ এর ৩৮জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের মধ্যে ২জন খেলোয়াড় ব্রাজিলে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয় ব্রাজিলে ১ মাসের উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দুইজন খেলোয়াড় হচ্ছেন :

ক্রমিক	নাম	জেলা	উপজেলা
১	সাজমুল আকন্দ	রংপুর	পীরগঞ্জ
২	মো: ওমর ফারুক মিঠু	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) -২০১৮ এর সাফল্য :

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধি ও খেলাধুলায় উৎসাহী করে গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া চর্চার উদ্বুদ্ধকরণ, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদসহ সকল অসামাজিক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় **"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ (অনূর্ধ্ব-১৭) - ২০১৮"** আয়োজন করে। এ টুর্নামেন্ট আয়োজনে ক্রীড়া পরিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। উক্ত টুর্নামেন্টে রংপুর বিভাগ চ্যাম্পিয়ন ও রাজশাহী বিভাগ রানার্সআপ হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। উক্ত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে ৪০ জন খেলোয়াড়কে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে অধিকতর প্রতিভাবান ৪জন খেলোয়াড়কে ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী গামা ক্লাবে উন্নত প্রশিক্ষণদানের সিদ্ধান্ত নেয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ৪জন খেলোয়াড় ইতোমধ্যে ব্রাজিলে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফিরেছে। ব্রাজিলে অবস্থান কালে ব্রাজিলের গামা ক্লাবের হয়ে একাডেমি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে কাপ জয়ে অবদান রেখেছে আমাদের খেলোয়াড়েরা। গামা ক্লাব উক্ত কাপ বাংলাদেশকে উৎসর্গ করেছে।

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ার গামা ক্লাবে এক মাসের উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ৪ জন খেলোয়াড়। এছাড়া প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৮ এবং প্রিমিয়ার লীগে ও প্রথম বিভাগ লীগে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ : ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ৫৫ জন প্রতিভাবান মহিলা হকি খেলোয়াড়দেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দ্বিতীয়বার মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর উক্ত ৬০ জন হকি খেলোয়াড়কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তিনবছর ধারাবাহিক এ প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতিতে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক **"এয়ার এশিয়া ওমেন্স জুনিয়র এইচ এফ কাপ ২০১৯"** হকি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ নারী হকি দল অংশগ্রহণ করে। এটা বাংলাদেশ নারী হকির জন্য একটি অনন্য ইতিহাস।

আন্তর্জাতিক "এয়ার এশিয়া ওমেন্স জুনিয়র এইচ এফ কাপ-২০১৯" হকি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় যোগ্যতার মান অর্জন করে।

রাগবি : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত রাগবি খেলোয়াড়গণ ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রাগবি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে :

এশিয়া রাগবি সেভেন টুর্নামেন্ট ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী ৬জন খেলোয়াড়। এছাড়া দিনাজপুর জেলার তনিমা বিশ্বাস জাপানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড রাগবি প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে খেলায় অংশ নেয়।

ক্রিকেট : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরকারি শিশু পরিবার তেজগাঁও এর মেয়েরা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বাছাই ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

অ্যাথলেটিকস : জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা :

সাউথ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ ৫জন খেলোয়াড় সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করছেন। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিস, ঠাকুরগাঁও এর ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে উঠে আশা খেলোয়াড়রা ১৩তম সাফ গেমসে অংশগ্রহণ করছে।

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভুক্ত দেশের ৬টি বিভাগে ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে। উক্ত শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী যুব ও যুব মহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রী লাভ করে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে। দেশের ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ২০১৯ সালের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা।

২০১৮ সালে ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে ৯৮জন শিক্ষার্থী সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৮ এর চ্যাম্পিয়ন রংপুর বিভাগীয় দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এবং
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তাগণ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করছেন

৬ এপ্রিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অটিস্টিক শিশুদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০১৮ এর প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মাঝে কোচ ও কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

১৯৭৪ সনের ৫৭নং আইন বলে গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্বায়ত্তশাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের সুবিস্তৃত কাঠামোতে এই পরিষদ সরকার ও স্বেচ্ছাধর্মী বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। পরিষদ দেশে বিভিন্ন ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বাইরে গমনের জন্য সকল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের সরকারী অনুমোদনের ব্যবস্থাও পরিষদ করে থাকে।

পরিষদ ঢাকা শহরের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুরস্থ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্স, তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, ধানমন্ডিস্থ ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়াম, মিরপুরস্থ ক্রীড়াপল্লী, ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন আইভি রহমান সুইমিংপুল, প্রধান ভবনসহ ২০ তলা বিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ার ভবন এবং আরো কয়েকটি ক্রীড়া চত্বর ও ভৌত সুবিধাদি সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা পরিষদের অনুমতিক্রমে এ সকল ভৌত সুবিধাদি ক্রীড়া কর্মকান্ডে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়াও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ১৪জন অভিজ্ঞ ক্রীড়া প্রশিক্ষক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী (প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি/সংগঠনের সর্বমোট সংখ্যা ১৫৮জন)

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এর একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

সাধারণ পরিষদ:

১.	চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান
২.	ভাইস-চেয়ারম্যান	সদস্য
৩.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সচিব, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য
১৫.	সভাপতি বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সদস্য

১৭.	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	সদস্য
১৮.	জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
১৯.	সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের একজন করিয়া প্রতিনিধি, যাহারা স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবেন	সদস্য
২০.	সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
২১.	বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
২২.	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি	সদস্য
২৩.	নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
২৪.	বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
২৫.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৬.	আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৭.	আন্তঃবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৮.	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
২৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, যাহাদের মধ্যে একজন ক্রীড়া সংগঠক ও একজন মহিলা হইবেন	সদস্য
৩০.	কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য
৩১.	পরিচালক (সকল), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি : সংখ্যা মোট ২২ জন

১.	চেয়ারম্যান	সভাপতি
২.	ভাইস চেয়ারম্যান	সহ-সভাপতি
৩.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৯.	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	সদস্য
১০.	বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	সদস্য
১২.	সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	সদস্য
১৩.	সভাপতি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন	সদস্য
১৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন	সদস্য
১৫.	সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন	সদস্য
১৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন	সদস্য

১৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন	সদস্য
১৮.	জনাব হারুন-উর রশীদ, সাবেক এমপি	সদস্য
১৯.	জনাব বাদল রায়, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক	সদস্য
২০.	মিসেস কারুন নাহার হীরু, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক	সদস্য
২১.	কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য
২২.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য-সচিব

এ ছাড়াও পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ/মনোনীত করা হয়। সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কাউন্সিল (পরিষদ) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলী :

১। দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন এবং ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

২। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ক্রীড়া সংস্থার প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৩। স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ এবং প্রশিক্ষণ অনুশীলন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৪। ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, রেফারি, ফিজিও, পুষ্টিবিদ ও ক্রীড়া চিকিৎসকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫। ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতি প্রদান;

৬। জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা বা অন্য কোন ক্রীড়া সংস্থার জন্য আদর্শ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন;

৭। ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান এবং স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল ও ব্যায়ামাগার নির্মাণের জন্য সহায়তা প্রদান ও উহাদের নিরীক্ষিত হিসাবের প্রতিবেদন তলব, পরীক্ষা ও যাচাই বাছাইকরণ;

৮। বাংলাদেশ জাতীয় ঐতিহ্য ও এতদসঞ্চলের অধিবাসীদের যাপিত জীবনের বিবর্তনের ধারা বহনকারী হিসাবে লোকজ ক্রীড়া চর্চা ও উহার পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহির্বিশ্বে উহার প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন প্রীতি ও প্রতিযোগিতামূলক আসরের অনুমোদন;

৯। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন, ফেডারেশন বা অনুরূপ কোনো সমিতিতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা ও অনুমোদন;

১০। বিদেশগামী ক্রীড়াদল এবং সহগামী কর্মচারীগণের তালিকা অনুমোদন;

১১। ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

১২। অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

১৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান;

১৪। সরকার কর্তৃক, সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বমোট জনবল :

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩৯৩ জন
অস্থায়ী পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী	১৩২ জন
সংরক্ষিত	০১ জন
প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৬ জন
ওয়ার্কচার্জড (কার্যভিত্তিক) কর্মকর্তা/কর্মচারী	১০৪ জন
মাস্টাররোলে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	১১০ জন
সর্বমোট	**৭৬৬ জন**

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০০৩ সালে সরকারীভাবে (বিধিগতভাবে) পেনশন প্রথা চালু হয়েছে। সারা দেশে খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকরিবিধি ১৯৯৫ এবং সরকারী সিদ্ধান্তনুযায়ী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী) পরিষদকে যুগোপযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বর্তমান জনবলের অতিরিক্ত আরও ৬০২ (ছয়শত দুই) জন জনবলের প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকুরিবিধি অনুমোদিত হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার ক্রমবিকাশ ও মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরী, দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া দলের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও পরিষদ ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে "ক্রীড়াজগত" নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আসছে। পাক্ষিক ক্রীড়াজগত এ দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্রীড়াঙ্গনের সুখ-দুঃখের নীরব সহচর পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' এ দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে।

৬। ক্রীড়াজগত প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১। দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়ন।
২। চিত্ত-বিনোদনের অভাব পূরণ এবং সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।
৩। দেশের কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা।
৪। দেশের খেলাধুলার প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণ ও তা সমাধানে গঠনমূলক আলোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।
৫। 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় তথ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ছবি ও রেকর্ডস সংরক্ষণ।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সেবামূলক খাত হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশ।
৭। দেশের খেলোয়াড় ও সংগঠকদের পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি।
৮। খেলাধুলার আইন-কানুন তুলে ধরা।
৯। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।
১০। খেলাধুলার মাধ্যমে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, সে বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা।
১১। ক্রীড়াক্ষেত্রে গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা।
১২। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করা।

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি) প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলাস্থ ডোমার উপজেলাধীন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এর প্যাভিলিয়ন ভবন

উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি) প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলাস্থ দামুড়হুদা উপজেলাধীন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এর প্যাভিলিয়ন ভবন

৭। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ যাবত নিম্নবর্ণিত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে:

১। বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন।
২। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
৩। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
৪। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
৫। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন
৬। বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন
৭। জাতীয় শুটিং ফেডারেশন-বাংলাদেশ
৮। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন
৯। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন
১০। বাংলাদেশ সাবা ফেডারেশন
১১। বাংলাদেশ ভারত্তোলন ফেডারেশন
১২। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন
১৩। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
১৪। বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন
১৫। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
১৬। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
১৭। বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন
১৮। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন
১৯। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন
২০। বাংলাদেশ ক্যারাম ফেডারেশন
২১। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন
২২। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন
২৩। ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ।
২৪। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন
২৫। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন
২৬। বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন

২৭। বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন
২৮। বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশন
২৯। বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন
৩০। বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন
৩১। বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন
৩২। বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশন
৩৩। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশন
৩৪। বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন
৩৫। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা
৩৬। বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশন
৩৭। বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন
৩৮। বাংলাদেশ রাগবি ইউনিয়ন
৩৯। বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন
৪০। বাঁশআপ এসোসিয়েশন
৪১। বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন
৪২। বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন
৪৩। বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশন
৪৪। বাংলাদেশ কিক বক্সিং এসোসিয়েশন
৪৫। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়নদো এসোসিয়েশন
৪৬। বাংলাদেশ ব্যুথান এসোসিয়েশন।
৪৭। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং এসোসিয়েশন।
৪৮। বাংলাদেশ সার্ফিং এসোসিয়েশন।
৪৯। বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন।
৫০। বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এসোসিয়েশন
৫১। বাংলাদেশ ডুকবল এসোসিয়েশন
৫২। বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস এসোসিয়েশন।
৫৩। বাংলাদেশ গ্লোবল এসোসিয়েশন।
৫৪। বাংলাদেশ জুজুৎসু এসোসিয়েশন।

৮। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২০০০২.৭৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত ও ব্যয় হয়েছে। ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্পের কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। ১০টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প ওয়ারী নিম্নরুপঃ

(১) কিশোরগঞ্জ জেলার শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভী রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়-ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভী রহমান স্টেডিয়াম এর গ্যালারী নির্মাণ, মাঠ উন্নয়ন ও ড্রেন নির্মাণ কাজ জুন-২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(২) ময়মনসিংহ, রংপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া ও বরগুনা জেলায় শুটিং রেঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়- ময়মনসিংহ জেলা শুটিং রেঞ্জ- ৫০মিঃ শুটিং রেঞ্জ নির্মাণ, ২৫মিঃ শুটিং রেঞ্জ, ১০মিঃ শুটিং রেঞ্জ, পটুয়াখালী জেলা শুটিং রেঞ্জ- ২য় তলা বিশিষ্ট শুটিং রেঞ্জ ভবন নির্মাণ, ২৫মিঃ শুটিং রেঞ্জ এর টার্গেট রুম এবং বাফার ওয়াল নির্মাণ, ১০মিঃ শুটিং রেঞ্জ এর টার্গেট ওয়াল ডেকোরেশন, সীমানা প্রাচীর, বগুড়া জেলা শুটিং রেঞ্জ- ১০মিঃ শুটিং রেঞ্জসহ ২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, সংযোগ সড়ক, সীমানা প্রাচীর, মেইন গেট নির্মাণ কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(৩) মিরপুর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়- অভ্যন্তরীণ সেনেটারী কাজ, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, বাহিরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করণ কাজ রান্না রুমের জন্য গ্যাস সংযোগ পাইপ ওয়ার দ্বারা, এলইডি টিভি সরবরাহ, ১.৫ টন স্প্লিট টাইপ এসি সরবরাহ, ফার্নিচার সরবরাহ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার জন্য), জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ, অটো টাইমিং এবং স্কোরিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ধীর গতি রিপলে সিস্টেম স্থাপন (১০মিঃ ৩মিঃ), বিদ্যমান সুইমিং পুলের উন্নয়ন, গ্যালারী চেয়ার সরবরাহ, সামনের অংশে সীমানা প্রাচীরের জন্য এমএস গ্রীল, এরিয়া লাইট, লাইট পোষ্ট, লাইটসহ ক্যাবল, ১০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লিফট সরবরাহসহ লিফট কেজ নির্মাণ, ম্যুরাল নির্মাণ, কমপ্লেক্সে গাছ লাগানোর কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(৪) ঢাকাস্থ রমনা ও রাজশাহী জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়- ঢাকাস্থ টেনিস কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন-টেনিস কোর্ট রি-সার্ফিসিং এবং রং করণ কাজ, ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ, বিদ্যমান জি আই তারের নেট ফেন্সিং সংস্কার, মেরামত এবং রং করণ কাজ, মেইন গেট নির্মাণ, মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ, অফিস ভবন সম্প্রসারণ, ক্লে কোর্ট নির্মাণ, নতুন গ্যালারী নির্মাণ, বিদ্যমান গ্যালারীর সংস্কার ও মেরামত, গ্যালারীর নিচে রুম নির্মাণ, বিদ্যমান পুরাতন জরাজীর্ণ সীমানা প্রাচীর ভাঙ্গা এবং নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সি সি টিভি সরবরাহ ও স্থাপন, খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুমের জন্য এসি সরবরাহ, বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্স এর স্যানিটারী এবং বৈদ্যুতিক কাজ সংস্কার, মেরামতসহ রংকরণ, টেনিস কোর্টের জন্য ৪০০ ওয়াট মেটাল হ্যালাইড/১৫০ ওয়াট এলইডি ফ্লাড লাইট সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ, গাস ফাইবার দ্বারা ভিআইপি গ্যালারী সেডের নির্মাণ, ভিআইপি গ্যালারী তে চেয়ার স্থাপন, জিম নির্মাণ, ডিজিটাল স্কোর বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করণ, রাজশাহীস্থ জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন-বিদ্যমান ফ্লাড লাইট সংস্কার ও মেরামত, জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ, অফিস এবং ডাইনিং রুম নির্মাণ, ৭.৫০ এইচপি ক্ষমতা বিশিষ্ট সাব-মারসিবল পানির পাম্প মটর সেট সহ ৫০মিঃ মিঃ ব্যাসের পিভিসি কলাম পাইপ, ড্রেনেজ সিস্টেমের সাথে ৮ইঞ্চি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ, গেট বান্ধ স্থাপন কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(৫) উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি) প্রকল্পের আওতায়- ১২৫টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম (শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম) নির্মাণ কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(৬) সিলেট জেলা স্টেডিয়াম এবং আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন-ভিআইপি গ্যালারী ৪র্থ তলা প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, ভিআইপি গ্যালারী সেড নির্মাণ, (বিদ্যমান গ্যালারীর নিচে পাবলিক টয়লেট ব্লক নির্মাণ, প্যাভিলিয়ন ভবনের সামনে ভিআইপি গ্যালারীর জন্য চেয়ার সরবরাহ, বিদ্যমান ভবন সমূহের উন্নয়ন কাজ, গভীর নলকূপ স্থাপন, ৩৫ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন (মটর পাম্প), পাম্প হাউজ, এয়ার কুলার সরবরাহ ও স্থাপন, সিলিং ফ্যান সরবরাহ ও স্থাপন, ঘাস কাটার মেশিন (নরমাল) সরবরাহ, পানি সংরক্ষনের জন্য ট্যাংক, মেইন গেইট নির্মাণ, আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স- খেলা মাঠ উন্নয়ন, বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরের নিচে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, খেলার মাঠের চতুর্দিকে আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ, সুইমিংপুল উন্নয় ও রং করণ, সীমানা প্রাচীর এর উন্নয়ন কাজ, প্লাস্টারিং কাজ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(৭) নাটোর ও গাইবান্ধা জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়- নাটোর ইনডোর স্টেডিয়ামে সংযোগ রাস্তা ও সেড নির্মাণ করা হয়েছে।

(৮) বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়-ভূমি উন্নয়ন কাজ, প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, নিরাপত্তা বেষ্টনি, সীমানা প্রাচীর, ১২ধাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ (১৩০০ ফুট), ৩তলা বিশিষ্ট মিডিয়া সেন্টার, গভীর নলকূপ স্থাপন, আরসিসি ওয়াক ওয়ে, আরসিসি সংযোগ সড়ক, পাবলিক টয়লেট বক (পুরুষ ও মহিলা), গ্যালারীর উপর স্টিলের সেড নির্মাণ, পানি সংরক্ষণ আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে।

(৯) শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়- ভূমি উন্নয়ন (গড়-৭ফুট), প্যালাসাইডিং, গ্যালারী নির্মাণ (১১ধাপ)-১০০০ফুট, ওয়াক ওয়ে নির্মাণ (আরসিসি), সংযোগ সড়ক নির্মাণ (আরসিসি), আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (কভার সহ), গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (আরসিসি), বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরের নিচে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, বিদ্যমান পুরাতন প্যাভিলিয়ন ভবনের উন্নয়ন (প্লাস্টার, আরসিসি ফ্লোর, পেটেন্ট স্টোন, ইটের গাথুনি, সেনেটারি ও বৈদ্যুতিক কাজ, কাঠের কাজ, থাই এলুমিনিয়ামের কাজ, টাইলস, রং করণ, পুরাতন গ্যালারীর উন্নয়ন, ৪ তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি সংরক্ষনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংক নির্মাণ, ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ, টেনিস কোর্ট উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

(১০) মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম- বিদ্যমান পুরাতন প্যাভিলিয়ন ভবনের উন্নয়ন, অবশিষ্ট নতুন গ্যালারী নির্মাণ (১১ধাপ) ২৮০ফুট, বিদ্যমান প্যাভিলিয়ন ভবনের ভিআইপি গ্যালারীর উপর প্রি-ফেবরিকেটেড স্টিল সেড নির্মাণ (ভিআইপি), আরসিসি ভিত্তি ও কলাম দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ, সুইমিংপুল উন্নয়ন কাজ, টেনিস কোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

(১১) সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপন প্রকল্পের আওতায়- সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন- ৪তলা ভিত্তিসহ ৩তলা প্যাভিলিয়ন ভবন, মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতীর পিতার ম্যুরাল স্থাপন- ভূমি উন্নয়ন, আরসিসি রাস্তা, এইচটি ক্যাবেলসহ ৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ সাথে, ৬ইঞ্চি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ করা হয়েছে।

(১২) নেত্রকোণা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্সের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স ভবনে খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি ভবন

নির্মাণ, টেনিস কমপ্লেক্স উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

(১৩) ঢাকাস্থ পল্টন কাবাডি ও ভলিবল স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় -প্যাভিলিয়ন ভবনের ফাউন্ডেশন কাজ করা হয়েছে। ভবনের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

(১৪) ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংগা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়-গ্যালারীর ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন করে অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

(১৫) মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়- গ্যালারীর ফাউন্ডেশন কাজ করা হয়েছে। তাছাড়া, রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭.০০ কোটি টাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

৯। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব উৎস হতে আয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণী

(অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯)।

ক্রঃ	প্রাপ্তির খাত সমূহ	প্রাপ্ত টাকা ২০১৭-২০১৮	প্রাপ্ত টাকা ২০১৮-২০১৯
১.	গেট মানি ১৫%	৫০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
২.	দোকান ভাড়া	৫,৯৯,৯১,১৩৩.৯৯	৬,২৬,৪৩,৯৯২.২৫
৩.	এন এস সি টাওয়ারের ফ্লোর ভাড়া	৭,৬৭,৪৯,০৩৪.০০	৫,৮০,৬৬,৭১৮.৭০
৪.	এনএসসি টাওয়ারের জ্বালানী	২,০৩,০৩৯.০০	২,৪৪,৫১৫.০০
৫.	পানির বিল	-	-
৬.	পূর্ণবন্টন/হস্তান্তর ফি	৬৪,৪০,২৬৮.০০	৬৩,৭৬,৫৫৭.০০
৭.	ডোনেশন/সেলামী	৭,৫০,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
৮.	বাথরুম ইজারা	৭,০৬,৫০০.০০	২৬,৪৫,৯০০.০০
৯.	কারপার্ক ইজারা	৩৯,১০,০০০.০০	৪৮,২৫,০০০.০০
১০.	বিজ্ঞাপন	২,৩০,০০০.০০	-
১১.	ক্রীড়া জগত পত্রিকা বিক্রয়	২,০০,৫৭৮.০০	১,২৯,৩৪১.০০
১২.	ক্রীড়া জগত বিজ্ঞাপন	৩,৩২,৯৫৯.০০	৩,৩৮,১৩৮.০০
১৩.	ঠিকাদার তালিকাভুক্ত/নবায়ন ফি/নির্বাচনীয় ফরম বিক্রয়	৩,০৪,৯০০.০০	৮,৯৪,৮০০.০০
১৪.	ঠিকাদার ফরম বিক্রয়	৪,১৪,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
১৫.	দরপত্র বিক্রয়	১,১০,০০০.০০	৪,২৪,০০০.০০
১৬.	হলরুম/মাঠ/গাড়ী ভাড়া/হোস্টেল সিট ভাড়া	৮১,০১,২০৯.৪৭	৭৬,৬০,৫২২.০০
১৭.	উৎসে কর	৮৩,৩৭৩.০০	৩,৮১,৩৫৮.০০
১৮.	ভ্যাট	৩৬,২১,৩৬৯.৭০	৩২,২৭,১১৮.৫০
১৯.	অগ্রিম সমন্বয়	২৯,৮৫০.০০	৯,২০০.০০
২০.	ঋণ অগ্রীম সমন্বয় কর্মকর্তা/কর্মচারী	৯৫,০১,৬২৫.২১	৭৯,৭১,৬৮৩.৩৩
২১.	অকেজো মালামাল বিক্রি	৮২,৫৫৫.০০	৫৬,৯৫০.০০
২২.	বিবিধ/অন্যান্য	৪,০০,৮০,১৪৫.৪৬	৩,৪২,৫৬,৬৯৫.৮২
২৩.	বিদ্যুৎ বিল	৪,০৯,২৭,৮৮০.০০	৪,৩৫,৩০,১১৩.০০
	মোট টাকা আদায়=	২৫,৭৭,৭০,৪১৯.৮৩	২৩,৭১,৩২,৬০৩.০০

২০১৮-২০১৯ সালের অর্জিত আন্তর্জাতিক সাফল্য

০১. ০৩-১৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি মহিলা ওয়ার্ল্ড টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল পাপুয়া নিউগিনিকে ৮ উইকেটে, নেদারল্যান্ডকে ৭ উইকেটে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠে। সেমি-ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এবং ফাইনালে আয়ারল্যান্ডকে ২৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

০২. ২০-২১ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১ম সাউথ এশিয়ান অবিনাম মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ দল ১৮টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য ও ৬টি তাম্র পদক অর্জন করে।

০৩. ২০-২২ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শুরু ক্ল্যাসিক বডিবিল্ডিং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের খেলোয়াড় মোহাম্মদ নাজমুল সাকিব ভূঁইয়া তাম্র পদক অর্জন করে।

০৪. ০৩-০৪ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ইরানে অনুষ্ঠিত ১ম এশিয়ান স্কুল বক্স রেসলিং চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের তরুন কুস্তিগীর জনাব মাহবুব ৫৭ কেজি বিভাগে তাম্র পদক অর্জন করে।

০৫. ০৩-০৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া রাগবী সেভেন টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ পুরুষ দল ব্রুনাই ও লাউস-কে হারিয়ে বল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

০৬. ০৯-১৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

০৭. ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কানাডার রিচমন্ড শহরে অনুষ্ঠিত "২০১৮ কানাডা ওপেন তায়কোনয়াডো চ্যাম্পিয়নশীপে পুমসে ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের তায়কোয়ানডো পুরুষ খেলোয়াড় দল যথাক্রমে মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ আল নোমান এবং আশিকুর রহমান হৃদয় দলগত ভাবে স্বর্ণ পদক অর্জন করে।

০৮. ১৫-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত "এএফসি অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে (বাছাই পর্ব) বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল বাহারাইন কে ১০-০, লেবাননকে ৮-০ গোলে, সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৭-০ গোলে এবং ভিয়েতনামকে ২-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাছাই পর্বের ২য় রাউন্ডে উঠার গৌরব অর্জন করে।

০৯. ১৫-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল শ্রীলংকা-কে ১৩৭ রানে পরাজিত করে এবং সুপার ফোর-এ আফগানিস্তানকে ৩ রানে এবং পাকিস্তানকে ৩৭ রানে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে এবং রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১০. ২৮ সেপ্টেম্বর হতে ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা ফুটবল দল নেপালকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১১. ২১-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ট্রাক এশিয়া কাপ সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৪ কি.মি. প্যারাস্যুট ইভেন্টে ২টি তাম্র এবং মহিলা বিভাগে সুবর্ণ বর্সন ১টি তাম্র পদক অর্জন করে।

১২. ০১-১০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের মধ্যে ৪টি টি-২০ ও ১ দিনের ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে ম্যাচে ৬ উইকেটে পাকিস্তানকে জয় লাভ করে।

১৩. ২৫ অক্টোবর হতে ০৩ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর ফুটবল দল পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৪. ২১ অক্টোবর হতে ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে মধ্যে আন্তর্জাতিক ৩টি ওয়ানডে এবং ২টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ওয়ানডেতে ২৮ রানে, ২য় ওয়ানডেতে ৭ উইকেটে এবং ৩য় ওয়ানডেতে ৭ উইকেটে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ৩-০ তে হোয়াইট ওয়াশ করার গৌরব অর্জন করে এবং ২য় টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ২১৮ রানে হারিয়ে ম্যাচ ১-১ ড্র করে।

১৫. ২২ নভেম্বর হতে ২২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট ইন্ডিস ও বাংলাদেশের মধ্যে ২টি টেস্ট, ৩টি ওয়ানডে এবং ৩টি টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিসকে টেস্ট ম্যাচে ২-০ গোলে হোয়াইট ওয়াশ, ওয়ানডেতে ২-১ গোলে সিরিজ জয় এবং ২য় টি-২০ তে জয় লাভ করে।

১৬. ১২-১৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ার খানটি শহরে অনুষ্ঠিত ১৬তম ওয়ার্ল্ড কাপ অব লেট্রোপিয়াম কানট্রিজ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশের বক্সার মোঃ ফয়সাল মোল্লা ৬০ কেজি ওজন শ্রেণীতে তাম্র পদক অর্জন করে।

১৭. ১১-১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত "ইউনেক্স সান রাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ-২০১৮" সিনিয়র গ্রুপে বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এলিনা সুলতানা এবং শাপলা আক্তার তাম্র পদক অর্জন করেন।

১৮. ১৮-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত "ইউনেক্স সান রাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ-২০১৮" জুনিয়র গ্রুপে বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আবদুল হামিদ লোকমান বালক এককে স্বর্ণ, বালিকা দ্বৈতে রেশমা আক্তার এবং উর্মি আক্তার স্বর্ণ পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৯. ১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের পাঞ্জাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল গেমস্-২০১৯ (পুরুষ ও মহিলা) ৮টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

২০. ২১-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান রোলবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ দল রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২১. ২২-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় আই এস এস এফ ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং আর্চারী চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ নারী দল ২টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি তাম্র পদক অর্জন করেন (রিকার্ভ এককে রাদিয়া সিদ্দিকী স্বর্ণ এবং কম্পাউন্ড মহিলা দলীয় ইভেন্টে বর্ণা আক্তার, সুসমিতা বনিক ও শ্যামলী রায় স্বর্ণ পদক পায়)

২২. ২৪-৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত '২০১৯ এশিয়া কাপ-ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং টুর্নামেন্ট, স্টেজ-১' এ বাংলাদেশ আর্চারী দল ১টি রৌপ্য ও ১তাম্র পদক অর্জন করেন।

২৩. ২৯-৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মালোয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত '১ম এশিয়া প্যাসিফিক আই.টি.এফ তায়কোয়ানদো স্কুল প্রতিযোগিতা ২০১৯' এ বাংলাদেশ দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য এবং ২টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

২৪. ০৬ ও ০৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ ভারতের চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক র‍্যাংকিং দক্ষিণ এশিয়ান জুজুৎসু প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জুজুৎসু দলের খেলোয়াড় সুমাইয়া আক্তার নিওয়াজা ইভেন্টে ৫৭ কেজি ওজন বিভাগে স্বর্ণপদক, দো মিক্সড ইভেন্টে ও সো ইভেন্টে একটি করে রৌপ্য পদক এবং ফাইটিং সিস্টেমে ৫৫ কেজি ওজন বিভাগে তাম্র পদক ও মূল কন্ট্রাকে তাম্র পদক অর্জন করেন। এছাড়া জনাব দস্তগির আবদুল্লাহ ফাইটিং সিস্টেমে ৬৩ কেজি ওজন বিভাগে ১টি, দৈত দো ইভেন্টে ১টি ও সো ইভেন্টে ১টি রৌপ্য পদক অর্জন করেন। সেই সাথে বাংলাদেশের মিস সুমাইয়া আক্তারের স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ জাতীয় জুজুৎসু দল সরাসরি অলিম্পিকের যে কোন জুজুৎসু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

২৫.২২ এপ্রিল হতে ০৩ মে, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপে বাংলাদেশ মহিলা দল যৌথ ভাবে চ্যাম্পিয়নশীপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৬. ০৪-১৬ মে, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট দলের মধ্যে তিনটি ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২-১ এ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট দল সিরিজ জয় করে।

২৭. ০৫-১৭ মে, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েস্টইন্ডিজ ত্রিদেশীয় ওয়ান-ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ৬ উইকেটে ওয়েস্টইন্ডিজ-কে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৮. ০১-০৩ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস্ চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ দল ১৩টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ৭টি তাম্র পদক অর্জ করেন।

২৯. ০৯-১৬ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ বাংলাদেশের আরচার রোমান সানা রিকার্ভ একক ইভেন্টে তাম্র পদক অর্জন করে এবং অলিম্পিক গেমসে সরাসরি অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন।

৩০. ২০-২৭ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত র‍্যাপিড, স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টে দাবা চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের দাবারু ওয়ারসিয়া খুশবু ২টি স্বর্ণ ও ব্লিটজ ইভেন্টে রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

২০১৮-২০১৯ সালের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা

ক্রম নং	কর্মসূচি	প্রশিক্ষণ প্রদানের মেয়াদ	সংস্থার নাম	মোট অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা (পুরুষ ও নারী)
১.	নিয়মিত ক্রিকেট প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	৩৮ জন
২.	নিয়মিত ফুটবল প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	৩০ জন
৩.	নিয়মিত জিমন্যাস্টিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন	২৫ জন
৪.	নিয়মিত তায়কোয়ানডো প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন	২০০ জন
৫.	নিয়মিত ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন	১৫ জন
৬.	নিয়মিত শরীরগঠন প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন	৩৫ জন
৭.	নিয়মিত কারাতে প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন	২৫ জন
৮.	নিয়মিত জুডো প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন	২০ জন
৯.	নিয়মিত উশু প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন	৩০ জন
১০.	নিয়মিত দাবা প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন	২০ জন
১১.	নিয়মিত ফেন্সিং প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন	৪০ জন
১২	নিয়মিত টেনিস প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন	৭০ জন
১২.	অনূর্ধ্ব-১৫, ১৭, ১৯ জাতীয় ফাস্ট বোলিং প্রশিক্ষণ ক্যাম্প	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	৪৮ জন
১২.	সেরা সাঁতারুর দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (বালক-বালিকা)	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন	১২০ জন
১৩.	নিয়মিত বক্সিং প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন	৩০ জন
১৪.	জাতীয় শ্যুটিং দলের প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন	৩০ জন
১৫.	নিয়মিত কাবাডি প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন	২০ জন

উপরোক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরব্যাপী ক্রিকেটে ৪৫৬ জন, ফুটবলে ৩৬০ জন, জিমন্যাস্টিক্স ৩০০ জন, তায়কোয়ানডো ২৪০০ জন, ভারোত্তোলনে ১৮০ জন, শরীরগঠনে ৪২০ জন, কারাতে ৩০০ জন, জুডোতে ২৪০ জন, উশুতে ৩৬০ জন, দাবাতে ২৪০ জন, ফেন্সিং ৪৮০জন, টেনিসে ৮৪০জন, সুইমিং (বালক-বালিকা) ১৪৪০ জন, বক্সিং ৩৬০ জন, শুটিং ৩৬০জন, অনূর্ধ্ব-১৫, ১৭, ১৯ জাতীয় ফাস্ট বোলিং ৫৭৬ জন, কাবাডি ২৪০ জন প্রশিক্ষন গ্রহণ করছে।

১৮তম এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ উপলক্ষে জাতীয় কাবাডি, আরচ্যারী, এ্যাথলেটিকস্, বাস্কেটবল, গলফ ব্রীজ, ফুটবল, হকি, ভলিবল, শুটিং, সুইমিং ভারোত্তোলন, কুস্তি, রোইং প্রশিক্ষণ মাসব্যাপী বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন ২৭০ জন, অলিম্পিক সলিডারিটি জিমন্যাস্টিকস্ কোচেস কোর্স লেভেল-১ এ ৭৫ জন, ইরানে জুনিয়র বিশ্বকাপ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ উপলক্ষে মাসব্যাপী বাছাই কার্যক্রম ২০ জন উন্নত প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অর্থায়নে তৃণমূল পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ২১টি জেলায় ২৯৪ জন খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে ২৯১টি ক্লাব-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২০১৮-২০১৯ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

০১. ০৯-১৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ফিবা এশিয়া সাবা জোন কোয়ালিফাইং (অনূর্ধ্ব-১৮) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০২. ২০-২১ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান ভবিনাম মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৮ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৩. ০৯-১১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত শেখ কামাল স্মৃতি আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৪. ০৪-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত "সাফ সুজুকী কাপ ২০১৮" বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৫. ১৫-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৬. ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৭. ০১-১০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের মধ্যে ৪টি টি-২০ ও ১টি ১দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৮. ০১-১২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৯. ২১ অক্টোবর হতে ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের মধ্যে ৩টি ওয়ানডে এবং ২টি টেস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১১. ০৯-১১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১৭তম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য খিউকুশীন কাই উন্মুক্ত কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৮ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১২. ২২ নভেম্বর হতে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ২টি টেস্ট, ৩টি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. ১১-১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'ইউনেক্স সানরাইজ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ সিনিয়র-২০১৮' বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ১৮-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'ইউনেক্স সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়র-২০১৮' বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. ২৩-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আইএসএফ আন্তর্জাতিক সলিডারিটি বিশ্ব র‍্যাংকিং আর্চারি চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. ২০ মার্চ, ২০১৯ তারিখ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. ১৫-২৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এশিয়া জোনাল দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. ০৩-০৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক গলফ্ প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।
১৯. ২১ এপ্রিল হতে ০৩ মে, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।
২০. ০৯-১৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এশিয়ান সিটিজ দলগত দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।
২১. ০১-২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ 'এ' ক্রিকেট দল এবং আফগানিস্তান 'এ' ক্রিকেট দলের মধ্যে ২টি চারদিনের ক্রিকেট ম্যাচ এবং ৫টি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।
২২. ১৯ আগস্ট হতে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকা ইমার্জিং ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ এইচপি ক্রিকেট দলের মধ্যে ৩টি ওয়ান-ডে এবং ২টি চারদিনের টেস্ট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৮-২০১৯ সালের জাতীয় প্রতিযোগিতা

০১. ০২-০৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৭তম আন্তঃজেলা মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা-১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
০২. ০৪-১২ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক ফিদে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
০৩. ১৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় অলিম্পিক ডে-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
০৪. ১৭-১৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় ওয়াশটন জাতীয় মহিলা উশু প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
০৫. ২১-৩১ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রিমিয়ার হ্যান্ডবল (পুরুষ) লীগ অনুষ্ঠিত হয়।
০৬. ২৬-২৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় জাতীয় মহিলা বেসবল-সফটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
০৭. ২৭-২৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৪তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
০৮. ০৯-১৩ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় স্কুল হ্যান্ডবল (বালক-বালিকা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
০৯. ০২-০৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৭তম আন্তঃজেলা মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা-১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
১০. ০৪-১২ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক ফিদে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
১১. ১৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় অলিম্পিক ডে-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
১২. ১৭-১৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় ওয়াশটন জাতীয় মহিলা উশু প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।
১৩. ২১-৩১ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রিমিয়ার হ্যান্ডবল (পুরুষ) লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ২৬-২৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় জাতীয় মহিলা বেসবল-সফটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. ২৭-২৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৪তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. ০৯-১৩ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় স্কুল হ্যান্ডবল (বালক- বালিকা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. ০১-০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় বীচ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. ০৬-০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৯তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯. ০৭-০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৫তম জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২০. ১১-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় "ওয়ান্টন ২য় বিভাগ দাবা লীগ ২০১৮" অনুষ্ঠিত হয়।

২১. ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩য় আন্তঃসংস্থা/সি সার্ভিসের ভারোত্তোলন (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২২. ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের (ইউনিটেন) ব্যবস্থাপনায় মেনস ফিজিক ও সার্ভিসেস শরীরগঠন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৩. ১৬-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আন্তঃবিভাগীয় মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪. ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সার্ভিসেস রেসলিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫. ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৭ম সার্ভিসেস (পুরুষ ও মহিলা) কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬. ১৯-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় পোলার স্কুল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ (বালক ও বালিকা) ২০১৮ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৭. ২০-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় সামার ওপেন (ব্যাংকিং) (বালক ও বালিকা) ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

২৮. ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ভাসোবী স্কুল কাবাডি (বালক ও বালিকা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯. ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৪তম জাতীয় জুনিয়র (বয়স ভিত্তিক) (বালক ও বালিকা) এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩০. ০১ অক্টোবর হতে মাস ব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ক্রিকেট লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

৩১. ০৩-০৪ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৬ষ্ঠ জাতীয় মহিলা খো খো চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৩২. ০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৫তম জাতীয় এবং অনুর্ধ্ব-১৮ জুডো প্রতিযোগিতা (পুরুষ ও মহিলা)-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

৩৩. ১৩-১৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় যুব মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৪. ২২-২৪ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৫. ২৪-২৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মিনিস্টার কাপ ১৩তম জাতীয় উশু (বালক ও বালিকা) চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৩৬. ০১-১০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের মধ্যে ৪টি টি-২০ ও ১টি ১দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩৭. ০১-১২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩৮. ২১ অক্টোবর হতে ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের মধ্যে ৩টি ওয়ানডে এবং ২টি টেস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩৯. ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪০. ০২-০৩ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কোরিয়া কাপ তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৪১. ০৩-২৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ওয়ালটন ফেডারেশন কাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৪২. ১৩-১৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৪৪তম জাতীয় বি-দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৩. ১৩-১৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় পুরুষ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৪. ১৫-১৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ভাসমী বীচ কাবাডি (পুরুষ ও মহিলা) ২০১৮ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৫. ১৯-২০ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় জাতীয় যুব (পুরুষ ও মহিলা) আর্চারি চ্যাম্পিয়ানশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৬. ১৯-২২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পুরুষ চ্যাম্পিয়ানশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৭. ২৪ ২৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ৩য় জাতীয় ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৮. ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৯. ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫০. ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫১. ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫২. ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস রোইং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৩. ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৪. ০৮-১০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় ৩য় মহিলা কলেজ রাগবি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৫. ০৯-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৬. ১০-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস কাবাডি (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৭. ১৩-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস কারাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৮. ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ কাস্ত্রি গেমস্ এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৯ ১৩-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬০. ১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬১. ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬২. ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৩. ১৭-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৪. ১৭-১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১০ম জাতীয় আর্চারি (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৫. ১৮-২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্যারাম ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ক্যারাম টুর্নামেন্ট (পুরুষ ও মহিলা) অনুষ্ঠিত হয়।

৬৬. ২২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস থ্রোবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

৬৭. ০৫ জানুয়ারি হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বিপিএল ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৮. ০৭-০৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৪তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও ৮ম জাতীয় মহিলা কুস্তি প্রতিযোগিতা-১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৬৯. ১৫-১৮ জানুয়ার, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় সিনিয়র জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৭০. ২০-২১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় স্কুল

(ছেলে-মেয়ে) তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৭১. ২০ জানুয়ারি হতে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় বিভাগ কাবাডি লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

৭২. ২৪-২৬ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৪২তম জাতীয় এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৩. ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় Sports for tomorrow Judo Championship অনুষ্ঠিত হয়।

৭৪. ২০ জানুয়ারি হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১ম বিভাগ হকি লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

৭৫. ০৩-০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবী ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মহিলা রাগবী প্রতিযোগিতা-১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৭৬. ০৭-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৬তম জাতীয় সিনিয়র-জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৭. ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় লুৎফুননেছা হক বকুল আন্তঃজেলা মহিলা এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৮. ১৮-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় শহীদ স্মৃতি হকি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

৭৯. ২০-২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বেসবল প্রতিযোগিতা (পুরুষ) অনুষ্ঠিত হয়।

৮০. ২০-২২ ফেব্রুয়ারি,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় জাতীয় স্যাম্বো ও কোরাশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৮১. ২০ ফেব্রুয়ারি হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ চলমান থাকবে।

৮২. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রথম বিভাগ পুরুষ (হ্যান্ডবল) লীগ শুরু হয়।

৮৩. ২৪ ফেব্রুয়ারি হতে ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ১০ম জাতীয় মহিলা ক্রিকেট লীগ শুরু হয়।

৮৪. ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৫. ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় সার্ভিসেস কাবাডি টুর্নামেন্ট শুরু হয়।

৮৬. ২৫ ফেব্রুয়ারি হতে ০৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় টি-২০ ক্রিকেট লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

৮৭. ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট চলমান থাকবে।

৮৮. ২৮ ফেব্রুয়ারি হতে ০৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা চলমান থাকবে।

৮৯. ২৮ ফেব্রুয়ারি হতে ০৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ টেবিল-টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রাইজমানি র‍্যাংকিং টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৯০. ২০ ফেব্রুয়ারি হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ চলমান থাকবে।

৯১. ০১-০৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় এলিগেন্ট জাতীয় ইয়ুথ দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৯২. ০২-০৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ টেবিল-টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রাইজমানি র‍্যাংকিং টেবিল- টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৩. ০৭-১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৪. ০৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ শুরু হয়।

৯৫. ০৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ জেলা মহিলা কাবাডি শুরু হয়।

৯৬. ০৮-০৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম রজব আলী খান ৩য় জাতীয় ও আমন্ত্রণমূলক মাস্টার এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৯৭. ০৮-১১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৩তম জাতীয় বালক এবং ৫ম জাতীয় জুনিয়র বালিকা বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৯৮. ১০-১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ৩য় স্বাধীনতা কাপ ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৯৯. ১০-১৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সাতাঁর ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৯তম জাতীয় সাতাঁর, সাইক্লিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০০. ১৫-১৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় থানা, উপজেলা, ও জোনাল পর্যায়ে এ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ডবল, ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১০১. ১৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় মোডোকোয়ান জাতীয় উন্মুক্ত তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০২. ১৮-২০ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মহিলা বেসবল-সফটবল চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

১০৩. ১৯-২৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবী ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় ৮ম ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ জাতীয় রাগবী প্রতিযোগিতা (পুরুষ) অনুষ্ঠিত হয়।

১০৪. ২১-২৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ইন্দো-বাংলা ভবিনাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৫. ২৫-২৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস হ্যান্ডবল/ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৬. ২৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা দিবস শরীরগঠন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৭. ২৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় গ্রামীন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৮. ২৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা দিবস তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১০৯. ২৯-৩০ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়াতে ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা দিবস কারাতে প্রতিযোগিতা -২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১০. ২৯-৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মিস্টার ঢাকা শরীর গঠন প্রতিযোগিতা -২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১১. ৩০-৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস কুস্তি প্রতিযোগিতা -২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১২. ০২-০৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-১০ মিনি হ্যান্ডবল (বালক/বালিকা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১১৩. ০৩-০৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৩৬তম পুরুষ (সিনিয়র) এবং ১৩তম মহিলা (সিনিয়র) জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১১৪. ০৪-১৩ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৩৮তম জাতীয় সিনিয়র টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

১১৫. ০৫-০৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ জাতীয় কিকবক্সিং ক্যাম্প ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১৬. ০৬-১২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৮ম জাতীয় রোলার স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১৭. ০৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস মিনি ম্যারাথন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১৮. ০৭-০৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা বেসবল প্রতিযোগিতা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১১৯. ০৭-১০ এপ্রিল, ২০১৯ ঢাকা মহানগর (৪র্থ) উন্মুক্ত মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২০. ১০-১২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আন্ত:জেলা মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২১. ১৮-২০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৪০তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২২. ২৩-২৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২৬তম জাতীয় জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা কুস্তি প্রতিযোগিতা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১২৩. ২৩-২৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১০ম জাতীয় ক্যারম চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১২৪. ২৫-৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় যুব পুরুষ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২৫. ২৬-২৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৫ম জাতীয় সাফিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২৬. ২৬-৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আন্ত:বিভাগীয় মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২৭. ২৮-৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১ম অনূর্ধ্ব-১৬ (বালক) জাতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

১২৮. ১৩-১৬ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত শেখ কামাল স্মৃতি জাতীয় মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১২৯. ১৫ জুন হতে ০৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২য় বিভাগ হকি লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩০. ২০-২৪ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কুঞ্জিয়ান তায়কোয়ানডো হালমাডং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩১. ২৫-২৭ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১১তম জাতীয় তায়কোয়াননো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩২. ২৮ ও ২৯ জুন, ২০১৯ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে কুংফু কোচেস সেমিনার ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩৩. ২৮ ও ২৯ জুন, ২০১৯ তারিখ জাতীয় কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩৪. ২৯ জুন হতে ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কিউট মহিলা হ্যান্ডবল লীগ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

জামালপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স এর নির্মাণাধীন প্যাভিলিয়ন ভবন

নির্মানাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলাস্থ টেনিস কোর্ট

শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের নির্মাণাধীন ইনডোর স্টেডিয়াম
এর প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিলের স্ট্রাকচার

মুন্সিগঞ্জ জেলাস্থ নির্মাণাধীন ইনডোর স্টেডিয়ামের গ্যালারীসহ সেড

নাটোর জেলা ইনডোর স্টেডিয়াম এর গ্যালারীসহ কোর্ট

নেত্রকোণা জেলাস্থ টেনিস কোর্ট

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস (বিআইএস) নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) নামে এর পুনঃনামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচনা করার পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

অবস্থান :

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর-কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের পশ্চিম পাশে জিরানীতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপি'র অবস্থান। ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ :

১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৫৮ বলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) নামকরণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকার প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাদেশের আওতায় একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়।

পরিচালনা পর্ষদ :

ক)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
খ)	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
গ)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঘ)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঙ)	চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডিস অব ক্যাডেট কলেজেস, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
চ)	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ছ)	চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
জ)	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঝ)	মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঞ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য-সচিব

উদ্দেশ্য :

ক) সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বয়সভিত্তিক ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে পরিকল্পিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে ক্রীড়া বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা।

ঘ) নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাঝে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্ত করা।

চ) বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলগত ও বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান করা।

জ) ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ে সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আধুনিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঝ) সকল সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

ক) দেশের উদীয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করা এবং সেই সাথে তাদের স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

খ) দেশে দক্ষ কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) দেশে বিদ্যমান কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের কলাকৌশলগত মান বৃদ্ধি করা।

ঘ) আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলসমূহকে যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণে সুযোগ প্রদান করা।

ঙ) কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;

চ) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

ছ) ক্রীড়া বিষয়ে পুস্তিকা, সাময়িকী, বুলেটিন ও সমসাময়িক তথ্য সংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

জ) অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের স্বার্থে সহায়ক সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো :

বিকেএসপি একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ)। মহাপরিচালক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অধ্যক্ষ মহাপরিচালককে সহায়তা করে থাকেন।

বিকেএসপিতে বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যা :

ক্রমিক	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা
ক)	রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা-কর্মচারী	৩৩৮ জন
খ)	দৈনিক সম্মানী ভিত্তিক কর্মকর্তা	৫১ জন
গ)	দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারী	১৭০ জন
ঘ)	তৃণমূল সম্মানী ভিত্তিক কোচ	৩৫ জন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির সাফল্য

ক্রঃ নং	খেলার নাম	প্রতিযোগিতার নাম ও স্থান	তারিখ	পদক প্রাপ্তি			মন্তব্য
				স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	
০১	আর্চারি	ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশীপ স্টেজ-৪, বার্লিন, জার্মানী	১৬-২২ জুলাই	-	-	-	জাতীয় দলের হয়ে ০১ জনের অংশগ্রহণ
		তীর ২য় জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৮	১৯-২০ নভেম্বর	৭	৪	৬	চ্যাম্পিয়ন
		তীর ১০ম জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৮	১৮-২০ ডিসেম্বর	৩	১	১	রানার্সআপ
		3rd ISSF International Archery Championship 2019, গাজীপুর	২২ ফেব্রুয়ারি	১	৩	৪	রানার্সআপ
		ইয়ুথ ন্যাশনাল আর্চারী চ্যাম্পিয়নশীপ স্টেজ-১,গাজীপুর	১২-১৩ মার্চ	৭	৫	২	চ্যাম্পিয়ন
		Hyundai Archery World Cup-Stage-2, ২০১৯, চীন	৬-১২ মে	-	-	-	জাতীয় দলের হয়ে ০২ জনের অংশগ্রহণ এবং দলগত ৪র্থ
		ইয়ুথ ন্যাশনাল আর্চারী চ্যাম্পিয়নশীপ স্টেজ-১-২০১৯, গাজীপুর	২৩ মে	৭	৬	২	চ্যাম্পিয়ন
০২	এ্যাথলেটিক্স	এ এফ সি লি, ১৪তম জাতীয় সমাহ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২৭-২৮ জুলাই	৩	-	-	মোঃ হাসান মিয়া দ্রুততম মানব
		৩৪তম জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা-২০১৮, ঢাকা	২৮-২৯ সেপ্টেম্বর	২০	৯	৬	চ্যাম্পিয়ন
		৪র্থ বিকেএসপি কাপ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা-২০১৮, বিকেএসপি	১৩-১৪ অক্টোবর	০৩	০৮	০৭	৩য় স্থান
০৩	বাস্কেটবল	বিকেএসপি কাপ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১৮, বিকেএসপি	০২-০৫ আগস্ট	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		বিজয় দিবস অনূর্ধ্ব-২৩ গ্রী অল গ্রী বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১৮, ঢাকা	১৪-১৫ ডিসেম্বর	-	-	-	রানার্সআপ
০৪	বক্সিং	৪৮তম মহান বিজয় দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০১৮	১২-১৩ ডিসেম্বর	৩	২		চ্যাম্পিয়ন
০৫	ক্রিকেট	কর্নেল গুলজার স্মৃতি টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০১৮, গাজীপুর।	১৭-৩০ নভেম্বর	-	-	-	
		ইয়ং টাইগার্স অ-১৪ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০১৮-১৯, বরিশাল, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা ও খুলনা	১২ ফেব্রুয়ারি -১৩ মার্চ	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন

০৬	ফুটবল	৫৯তম সুব্রত মুখার্জী কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা -২০১৮ (অনুর্ধ-১৭ বালিকা), ভারত	০১-০৯ নভেম্বর	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		৫৯তম সুব্রত মুখার্জী কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা -২০১৮ (অনুর্ধ-১৪ বালিক), ভারত	২১ অক্টোবর-০৫ নভেম্বর	- -	- -	- -	সেমিফাইনালে উন্নীত
		৫৯তম সুব্রত মুখার্জী কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা -২০১৮ (অনুর্ধ-১৭ বালিক, ভারত	০৬-২০ নভেম্বর	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
০৭	জিমন্যাস্টিক্স	আফ্রিকা সাকারী ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্টিক্স জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা, সাউথ আফ্রিকা	১৭-২১ জুলাই	-	-	-	৩ জনের অংশগ্রহণ।
		২য় বিকেএসপি কাপ জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা-২০১৮, বিকেএসপি	১৮ অক্টোবর	৭	৭	৮	চ্যাম্পিয়ন
		৩৬তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র জিমন্যাস্টিক্স এবং ২১তম জুনিয়র ও ৪র্থ জাতীয় বয়স ভিত্তিক জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২৮ ফেব্রুয়ারি -৩ মার্চ	১৬	১৭	৯	চ্যাম্পিয়ন
০৮	হকি	বিকেএসপি কাপ হকি প্রতিযোগিতা, বিকেএসপি	২৭ জুন হতে ৩ জুলাই	১	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		বিজয় দিবস হকি প্রতিযোগিতা -২০১৮, ঢাকা	২৮ নভেম্বর	-	-	-	৩য়
০৯	জুডো	৩৫তম জাতীয় জুডো ও অনুর্ধ্ব-১৮ জুডো প্রতিযোগিতা-২০১৮, ঢাকা	০৪-০৬ অক্টোবর	১০	৮	৬	
		জুডো Sports for Tomorrow Judo Championship-২০১৯, ঢাকা	২৬ জানুয়ারি	২	২	২	
১০	কারাতে	২৫তম জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৭-৮ সেপ্টেম্বর	-	১	১	
		বিজয় দিবস কারাতে প্রতিযোগিতা -২০১৮, ঢাকা	১৪-১৫	৯	৩	৪	দলগত চ্যাম্পিয়ন ও সিনিয়র রানার্সআপ
		২য় বিকেএসপি কাপ কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৮, বিকেএসপি	৯-১০ ডিসেম্বর	১৫	৪	-	চ্যাম্পিয়ন
		২য় বিকেএসপি কাপ কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৮, বিকেএসপি	৯-১০ ডিসেম্বর	১৫	৪	-	চ্যাম্পিয়ন
		ওয়ালটন ২য় আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৯, যশোর	১৪-১৬ মার্চ	১০	১	১	চ্যাম্পিয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিকেএসপিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাল্টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স উদ্বোধন

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি কর্তৃক বিকেএসপিতে মহিলা কমপ্লেক্স উদ্বোধন

বিকেএসপি'র ৩১তম বোর্ড অব গভর্নর্সের সভায় সভাপতিত্ব করছেন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ক্রীড়া বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইন্স
উদ্বোধন করছেন বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশীদুল হাসান

বিকেএসপি'র প্রিফেক্টদের র‍্যাংক ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান

ইয়াং টাইগার্স জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দল

৩য় আই এস এস এফ আর্চারিতে স্বর্ণ বিজয়ী বিকেএসপি'র দিয়া সিদ্দিকী

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সুব্রত কাপ ফুটবল-২০১৯ এ হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি'র প্রমীলা দল

বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান-২০১৯

তৃণমূল পর্যায়ের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় যারা অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের কল্যাণার্থে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৬ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন। ৯ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি গেজেট প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গেজেট প্রকাশের পূর্বেই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ প্রণয়নের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১২ সাল হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জিত সাফল্যসমূহঃ

ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট হতে সিডমানি হিসেবে মোট ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে। বিগত ০৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাউন্ডেশনকে ১০ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করেছেন। এছাড়া সরকারি কোম্পানীর সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ টাকাসহ ফাউন্ডেশনের বর্তমান তহবিলের পরিমান মোট ১৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। উক্ত টাকা বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে রক্ষিত রয়েছে। উক্ত আমানতের মুনাফা ও সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে প্রাপ্ত বিশেষ অনুদানের অর্থদ্বারা প্রতি বছর অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মোট ১,০৫০ জন অস্বচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীকে মোট ১,৫৭,৫০,০০০.০০ টাকা আর্থিক অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশন ২০১৮-১৯ অর্থ-বছর হতে অস্বচ্ছল, আহত বা অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ১ জন আহত/অস্বচ্ছল ক্রীড়াসেবীকে ১ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে।

২। কার্যাবলীঃ

উল্লেখিত আইনের ৭ ধারায় বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান;

(খ) দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান;

(গ) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান;

(ঘ) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান;

(ঙ) ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান;

(চ) দুস্থ, আহত বা অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং পরিবারের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ছ) ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণার্থে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(জ) তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ও পরিচালনা করা বা বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ঝ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;

(ঞ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং ট্রাস্টারীর ব্যবস্থা করা;

(ট) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঠ) উপরি-উক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

৩। পরিচালনা বোর্ডঃ

আইনের ৬ ধারায় বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছেঃ

❑ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	চেয়ারম্যান
❑ মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
❑ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	ভাইস চেয়ারম্যান
❑ যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	সদস্য
❑ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	সদস্য
❑ পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, পদাধিকার বলে	সদস্য
❑ সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, পদাধিকার বলে	সদস্য
❑ উপসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	সদস্য
❑ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত নির্বাহী কমিটির সদস্য	সদস্য
❑ সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন	সদস্য
❑ সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, পদাধিকার বলে	সদস্য সচিব

৪। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জন্য নিম্নরূপ ভাবে ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব বর্তমানে ফাউন্ডেশনের সচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন।

ক্রঃনং	বিবরণ	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
ক)	সচিব	১ জন		ফাউন্ডেশনের কম্পিউটার অপারেটর গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়ায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রেষণে একজন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত রয়েছেন।
খ)	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন		
গ)	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ জন		
ঘ)	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১ জন	১	
ঙ)	অফিস সহায়ক	২ জন		
	মোটঃ	৬ জন	১	

৫। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহঃ

(ক) সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত মোট ৭.২৫ কোটি টাকা এবং বিগত ০৮-১১-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০.০০ কোটি টাকা প্রদান করেন। এছাড়া সরকারি কোম্পানীর সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষসহ মোট ১৭.৮৫ কোটি টাকা তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে যার মুনাফা দিয়ে অসমর্থ ক্রীড়া সেবীদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) ফাউন্ডেশন কর্তৃক দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের অনুদানের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	প্রাপ্ত আবেদন	অনুদান প্রদান	অর্থের পরিমান
০১.	২০১০-২০১১	৬৫০ টি	৪০৩ জন (৫,০০০/-)	২০,১৫,০০০/-
০২.	২০১১-২০১২	১৫০ টি	১১০ জন (১০,০০০/-)	১১,০০,০০০/-
০৩.	২০১২-২০১৩	৭৮৯ টি	৫৩৩ জন (১৫,০০০/-)	৭৯,৯৫,০০০/-
০৪.	২০১৩-২০১৪	১১২২টি	৬১৩ জন (১৫,০০০/-)	৯১,৯৫,০০০/-
০৫.	২০১৪-২০১৫	১৫১৯টি	৬০৭ জন (১৫,০০০/-)	৯১,০৫,০০০/-
০৬.	২০১৫-২০১৬	১২৫০টি	৬৩৭ জন (১৫,০০০/-)	৯৫,৫৫,০০০/-
০৭.	২০১৬-২০১৭	১৩৫০টি	৬৩৮ জন (১৫,০০০/-)	৯৫,৭০,০০০/-
০৮.	২০১৭-২০১৮	১৮১১টি	৬৪৫ জন (১৫,০০০/-)	৯৬,৭৫,০০০/-
০৯.	২০১৮-২০১৯	১৭৬২টি	১০৫০ জন (১৫,০০০/-)	১,৫৭,৫০,০০০/-
			মোটঃ ৫,২৩৬ জন	মোটঃ ৭,৩৯,৬০,০০০/-

বিকেএসপি এর প্রশিক্ষণার্থী মাহবুব এ এলাহী গরম পানিতে দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা মোতাবেক ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

(গ) ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের জন্য ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ফাউন্ডেশনের এককালীন অনুদান প্রদানের আবেদন গ্রহণ ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ই-নথির মাধ্যমে অফিসের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন এ দুস্থ ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে দুস্থ ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম এদেশের উন্নয়ন মাত্রার গতি নির্ধারক। যুবদের উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সঠিক বিকাশ ও তা কার্যক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং যুবদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সনে এ কেন্দ্রের নাম "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠার সম্মতি দেন।

দেশের সম্ভাবনাময় যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে বৃহৎ পরিসরে যুবদের নিয়োজিত করার নিমিত্ত গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্দেশ্যে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮' অনুযায়ী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত।

সাভারস্থ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভিন্ন জমি এবং অবকাঠামোতে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প ১৯৯৮ সনে শুরু হয়ে পরবর্তীতে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ দ্বারা এটি স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলতঃ CENTRE OF EXCELLENCE হিসেবে প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বতন্ত্র জমি ও অবকাঠামোসহ যুগোপযোগী জলবল কাঠামো সৃষ্টির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

ভিশন : সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র) হিসেবে যুবদের প্রতিভা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

মিশন : সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রদান এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের চলমান কার্যক্রম

প্রশিক্ষণঃ মানব সম্পদের উন্নয়ন, বিশেষ করে যুবদের মানবীয় গুণাবলী, দক্ষতা এবং মানসিক উৎকর্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো, আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

যুব বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্সঃ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ উদ্যোগে ১৮ মাস ব্যাপী Diploma in Youth Development Work (DYDW) কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। কোর্সটিতে কর্মকর্তা/ যুব সংগঠক/ যুবক ও যুব মহিলা/ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণঃ এ ইনস্টিটিউটে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মৌলিক (Foundation) এবং পেশাগত জ্ঞান উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বিপিএটিসি, প্ল্যানিং কমিশন ও অন্যান্য সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গবেষণাঃ এ ইনস্টিটিউটে যুব সম্পর্কিত সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৩টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনাঃ দেশের যুব বিষয়ক গবেষক/ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যুব বিষয়ক বই প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত প্রতি তিন মাস অন্তর যুব সাময়িকী/ যুব সংবাদ প্রকাশিত হয়; যেখানে দেশ বিদেশের যুব সম্পর্কিত খবরাখবর, দৃষ্টিভঙ্গি, যুবদের সাফল্য কথা এবং ছবি সংযুক্ত থাকে।

সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামঃ কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে যুবকর্ম বিষয়ে যুবদের অংশগ্রহণে সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৩৩টি সেমিনার, ২৭১টি কর্মশালা এবং ১১৮টি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুব সমাবেশঃ সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুবদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংগঠিত করার লক্ষ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন যুব সংগঠনের সদস্য নিয়ে যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

যুব বিনিময়ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবদের একত্রিত করে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, কৃষ্টি সংস্কৃতির আদান প্রদান, মত বিনিময়, সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি সেমিনার, নাটক, বিতর্ক, গোলটেবিল বৈঠক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

খেলাধুলা এবং সংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ যুবদের সৃষ্টিশীলতা এবং প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে এ কেন্দ্রে ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আয়োজন করা হয়।

ডকুমেন্টারী, শর্ট ফিল্ম, ট্রেলর ইত্যাদি তৈরীঃ যুব সমাজকে যুব কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য যুব বিষয়ক বিভিন্ন শর্ট ফিল্ম, ট্রেলর, এভি, ডকুমেন্টারী ইত্যাদি তৈরী করে প্রচার করা হয়ে থাকে।

ন্যাশনাল ইয়ুথ লীডারশীপ ফোরামঃ জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত যুবদের চরিত্র গঠন ও মেধার স্ফুরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের জন্য শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সহায়তায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল যুবদের (১৮-৩৫ বৎসর) সমন্বয়ে ন্যাশনাল ইয়ুথ লীডারশীপ ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

১৯৯৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ

০১	প্রশিক্ষণ	২৩২০১ জন
০২	গবেষণা	২৩ টি
০৩	পুস্তক প্রকাশনা	১৪ টি
০৪	সাময়িকী প্রকাশনা	৩৫ টি
০৫	সেমিনার অনুষ্ঠান	৩৩ টি
০৬	কর্মশালা অনুষ্ঠান	২৭১ টি
০৭	সিম্পোজিয়াম	১১৮ টি
০৮	চলচ্চিত্র/ ডকুমেন্টারী প্রস্তুত	১৩ টি
০৯	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	২১৩ টি
১০	যুব সমাবেশ	০৭ টি
১১	যুব বিনিময় কর্মসূচি	১৬ টি
১২	যুব পুরস্কার	১২ জন
১৩	ওয়েবসাইট তৈরী (বাংলা ও ইংরেজী)	০১ টি
১৪	কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	০১ টি
১৫	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ২০০৭ সালে ১ম সার্ক ইয়ুথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।	

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কার্যাবলী

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ বাস্তবায়নকল্পে
প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম বিষয়ক পরিকল্পনা/প্রস্তাবনা

Proposed Training and Academic Activities of Sheikh Hasina National Institute of Youth Development

Short Term Training :

Sl	Course Title	Duration
01	Online Earning 'SEO, Graphics and Web Design'.	04 Weeks
02	Online Earning 'Data Entry and e-Marketing'.	04 Weeks
03	Hardware maintenance and troubleshooting.	04 Weeks
04	Youth Leadership and Organizational Management.	04 Weeks
05	Climate Change and Disaster Management.	04 Weeks
06	Youth Empowerment.	04 Weeks
07	Small Business, Entrepreneurship Development.	04 Weeks
08	Life Skills and Family Education.	04 Weeks
09	Communicative Language (English, Arabic, Chinese, Japanese, Korean, France).	04 Weeks
10	Stress Management and Social Harmony.	04 Weeks
11	Housekeeping Management.	04 Weeks
12	Tour Guide and Eco Tourism Management.	04 Weeks
13	Catering	04 Weeks
14	Front Desk Management	04 Weeks
15	Youth Responsibility towards Autism and Disability.	04 Weeks
16	Patriotism, Attitude and Youth Responsibility.	04 Weeks
17	Need based Training.	04 Weeks

Diploma (18 Months), Graduation Programme (04 Years), Post Graduation Programme (01 Year), Ph.D (4-5 Years)

❖ School of Development Studies.

Departments:

- Youth Development Studies
- Human Resource Management
- Climate Change and Sustainable Development
- Disability Management and Rehabilitation

❖ School of Science and Technology

Departments:

- Information and Communications Technology
- Automobile Engineering
- Agriculture and Food Technology

❖ School of Management

Departments:

- Entrepreneurship and Business Studies
- Tourism and Hotel Management
- Fashion Design and Marketing
- Communicative Language (English/Arabic/Korean/Chinese)

গবেষণা

জনবল কাঠামো

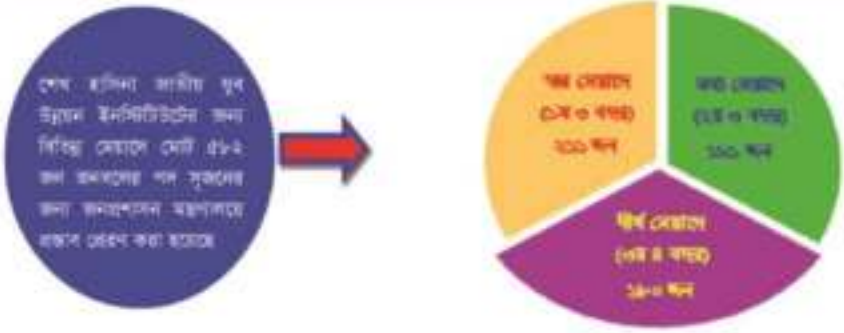

ভূমি পরিকল্পনা

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে CENTRE OF EXCELLENCE হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী স্বতন্ত্র অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সাভারস্থ ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পার্শ্বে প্রয়োজন মাফিক ভূমি প্রাপ্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অবকাঠামো পরিকল্পনা

ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও যুব সমাবেশ ২০১৮ এ বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও যুব সমাবেশ ২০১৮ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইউএন সেক্রেটারী জেনারেলের এনভয় অন ইয়ুথ মিস জয়াথমা উইক্রমানায়েক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত 'যুব সমাবেশ ২০১৯' এ সম্মানিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

"ক্যাটারিং" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার এবং পরিচালক ড. মোরশেদ উদ্দিন আহমদ

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও যুব সমাবেশ ২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী যুব প্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঝে ইউএন সেক্রেটারী জেনারেলের এনভয় অন ইয়ুথ মিস জয়াথমা ভিক্রমানায়েক

২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রহরে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর শহীদ মিনার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "যুব সমাবেশ ২০১৯" এ বক্তব্য রাখছেন
ICYF এর প্রেসিডেন্ট Mr. Taha Ayhan.

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moys.gov.bd